জীবন বার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

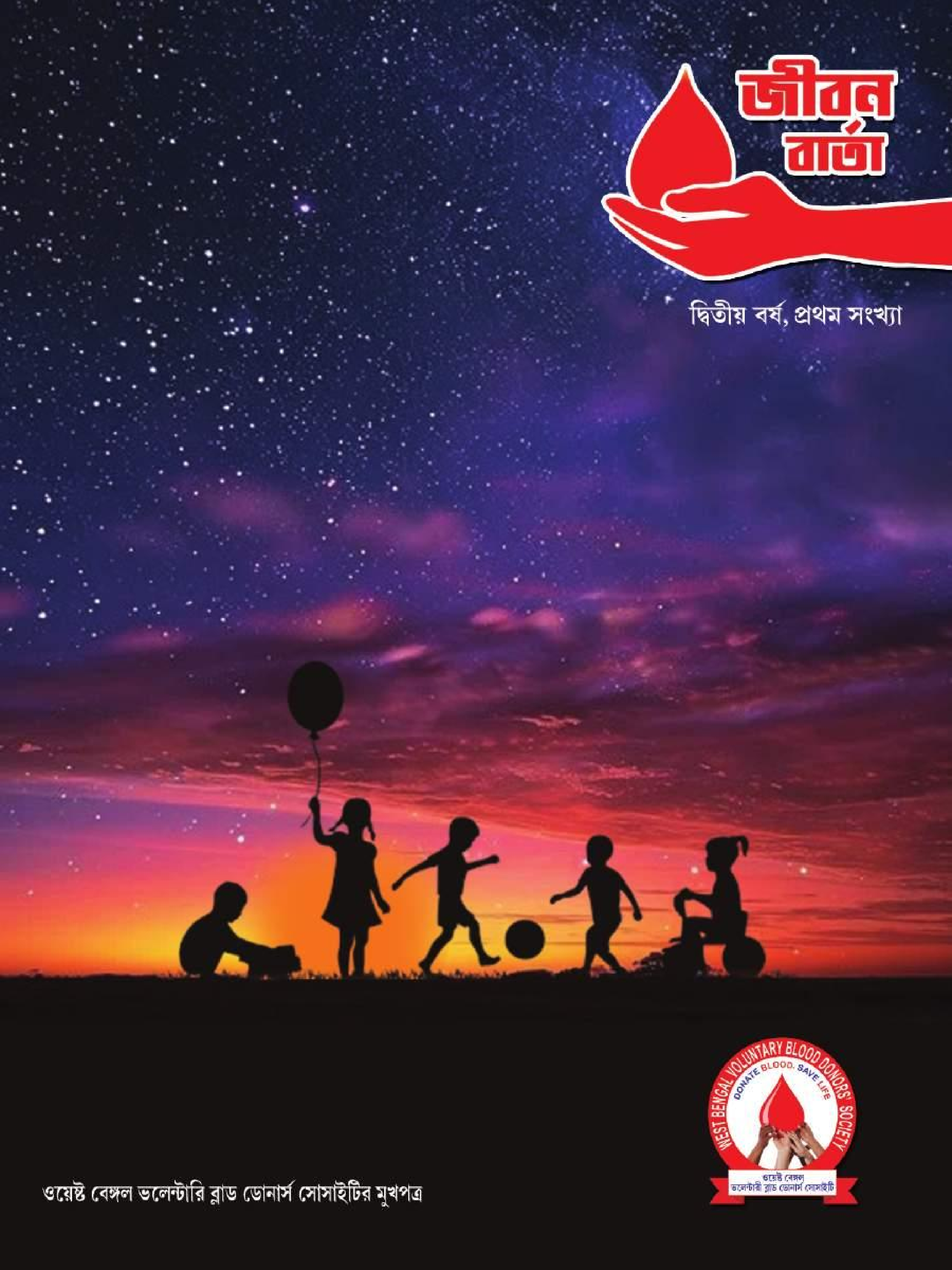

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY
DONATE BLOOD, SAVE LIFE
ওয়েস্ট বেঙ্গল
ভলেন্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির মুখপত্র

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র কাঠামো বিন্যাস

- পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মকান্ডে যুক্ত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে মেল বন্ধনের কাজ করবে ও সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী বন্ধুদের একত্রিত করার কাজ করবে। সংগঠন একটি শীর্ষ আমেল সংস্থা (Umbrella Organisation) রূপে কাজ করবে।।
- স্বেচ্ছারক্তদান সংক্রান্ত শিক্ষা, উদ্বুদ্ধকরণ, রক্তদান (Education, Motivation, Donation)- এই তিনটি বিষয় নিয়ে কর্মরত রয়েছে এমন সংগঠনগুলি নির্দিষ্ট ফর্ম (Application Form for Membership) পূরণ করে WBVBDS সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। বছরের যে কোনো সময়ে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। WBVBDS-এর বছর হবে এপ্রিল মাস থেকে পরবর্তী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত।
- বার্ষিক সদস্য চাঁদার হার-সদস্য সংগঠন ৫০০ টাকা, ব্যক্তিগত ২০০টাকা।
- সদস্য সংগঠনগুলিকে নিজ নিজ সদস্যপদ বজায় রাখার জন্য বছরে ১বার বাৎসরিক কাজের প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ Membership Retention Form জমা দিতে হবে।
- WBVBDS পরিচালনার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে রাজ্যস্তরে পরিচালন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিটি গঠন এই পরিচালন কমিটির নাম হবে Executive Committee, এই কমিটির কার্যকালের মেয়াদ হবে দুই বছর। বছরে ন্যূনতম ৪টি সভা হবে।
- নির্বাচিত Executive Committee এর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রথম সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে ১জন সভাপতি (President), ৬জন সহ সভাপতি (তার মধ্যে ১ জন মহিলা) (Vice President), ১ জন সাধারণ সম্পাদক (General Secretary), ২ জন সহ-সম্পাদক (Assistant Secretary), ১ জন কোষাধ্যক্ষ (Treasurer), ১৩ জন সম্পাদকমন্ডলী (Secretariat) সদস্য নির্বাচন করবেন এবং বাকি ২৯ জন সদস্য (Member) পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
- সকল সদস্য সংগঠনের ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে হবে রাজ্য কাউন্সিল বা State Council। প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত State Council গঠিত হবে ও দায়িত্ব পালন করবে। বছরে ন্যূনতম দুটি সভা হবে। Executive Committee'র সিদ্ধান্ত রূপায়িত করবে
- পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনবোধে আন্দোলন সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ বিশেষ বিশেষ সমাজকর্মীর পরামর্শ নেওয়ার জন্য Executive Committee বা State Council - এর সভায় আমন্ত্রণ জানানো ও তাঁদের সক্রিয় সহযোগীতা নেওয়া যাবে।
- প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা হবে। সাধারণ সম্পাদক এই সভায় বার্ষিকপ্রতিদেন পেশ করবেন। সদস্যরা আলোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করবেন।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি তার আন্দোলনের কাজে সরকারি মান্যতা লাভের প্রয়োজনে সোসাইটি / ট্রাস্ট রেজিস্টিভুক্ত করার সুযোগ গঠনতন্ত্রে রাখা হয়েছে।

Join With Us Enroll Your Membership

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY

(A Voluntary Organization of Blood Donors, Motivation, Recruitment, Training & Education)
Registration under section 60 & rule 69. Book -IV, Volume No.: 2306-2024 being no.: 230600045
Jibandan Bhawan, SS-7, DDA Market, Bidhannagar, Durgapur-12, Paschim Bardhaman, West Bengal
Contact No.: 8609805407/9830979145/7001463857 :: E-mail: wbvbds@gmail.com

জীবন বার্তা JIBAN BARTA

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।। জানুয়ারী ২০২৬

যুগ্ম সম্পাদক

ডাঃ পল্লব কুমার দে ও ফজলুল হক

সম্পাদক মণ্ডলী

ডাঃ অরুনোদয় মণ্ডল, কবি ঘোষ,
স্বপন বন্ধু, জয়দেব দত্ত, মিন্তেশ পোড়েল,
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু, শাশ্বত পাড়ুই

প্রকাশক ঃ সত্ত্বাধিকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির পক্ষে
কবি ঘোষ, সম্পাদক

প্রচ্ছদ ভাবনা- অতনু কুণ্ডু
প্রুফ রিডার- রাজেশ পালিত ও অনন্ত চট্টোপাধ্যায়
অক্ষর বিন্যাস - 'সম্পর্ক', মুণ্ডলিকা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী
মুদ্রণ-সাধনা প্রেস, বর্ধমান

অনুদান-৪০.০০ টাকা

মতামত, বিজ্ঞাপন, লেখা সম্বন্ধীয় যোগাযোগ করুন ঃ-

সম্পাদকীয় দপ্তর 'জীবন বার্তা'

WEST BENGAL VOLUNTARY BLOOD DONORS' SOCIETY
(A Voluntary Organization of Blood Donors', Motivation, Recruitment, Training & Education)
Jibandan Bhawan, SS-7 DDA Market, Bidhannagar, Durgapur-713212,
Paschim Bardhaman, West Bengal
Contact: 8609805407 / 9830979145 / 7001463857
E-mail: wbvbds@gmail.com

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ৩
- সভাপতির কলমে ৪
- Beginning with a new model of altruism in sharing lives - Dr. Swapan Soren, DHS, WB ৫
- সুন্দরবনে কর্কট রোগের প্রভাব- ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল ৭
- রক্তদান আন্দোলনের দিশা- ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক ১০
- শতবর্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য ১২
- কবিতা-'সেরার সেরা রক্তাদন'- পার্থপ্রতিম কুণ্ডু ১৫
- মানবতার অঙ্গীকারে রাজ্য সম্মেলন - কবি ঘোষ ১৬
- কবিতা-'রাজ্য সম্মেলন ২০২৬'- মিন্তেশ পোড়েল ১৭
- বর্ধমান থেকে সাগরদিঘী-ফজলুল হক ১৮
- কবিতা-'স্পর্শ'- মিন্তেশ পোড়েল ও কবিতা-'রক্তদান জীবনদান'- মনিরুদ্দিন মোল্লা ২৩
- নিরাপদ রক্ত সুরক্ষিত জীবন- ডাঃ পল্লব কুমার দে ২৪
- সংগঠনের সংবাদ ২৬

সম্পাদকীয়

সকলকে ইংরেজি নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা অতিবাহিত করছি আমাদের জীবন শক্তি। পরিবর্তিত হচ্ছে একটা জেনারেশন থেকে অপর জেনারেশনে, Gen Z. জেনারেশন। যে জেনারেশনের গান হল ''আমি তোমার সাথে একলা হতে চাই।'' অথবা ক্যাপশন হলো ''আপনার বাড়ি আপনার পরিচয়''। কাজ হলো ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ায় অবাধ বিচরণ। ভালো খারাপ মিলিয়েই এগিয়ে চলেছি। প্রতিনিয়ত ভাঙছে-শুধু ভাঙছে। ভাঙছে সমাজ, ভাঙছে জাতি, ভাঙছে বর্ণপ্রথা, ভাঙছে কুসংস্কার, ভাঙছে সততা, ভাঙছে সংসার। দিবারাত্রি এই ভাঙার খেলায় কুলভাঙা নদীর মত অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছি। মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে মানবিকতা, দেশপ্রেম, সহমর্মিতা,বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মান্ধতা। কোথাও যেন গিয়ে আটকে যাচ্ছে আজ থেকে ১০০ বছর আগে সৃষ্টি করা সুকান্ত - সলিল - ঋত্বিকের বাংলা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মানবিকতা। ১৫০ বছর, আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বন্দেমাতরম্ গান যেমন এখনও প্রাসঙ্গিক, ঠিক সেরকমই দেশপ্রেম ও নিজ জাতির অধিকার লড়াইয়ে আরেক মহামানব বিরসা মুন্ডা। প্রনম্য এনারা। এইসবের মধ্যে আমাদের কাজ বা আহ্বান 'বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ'। রক্তদান শুধুমাত্র একটি সামাজিক কর্ম নয় ; এটি মানুষের ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও মানবিক চেতনার এক জীবন্ত প্রতীক।

আমরা সর্বদা চর্চা করি বিজ্ঞানের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির,
চর্চা করি খেলাধুলার, চর্চা করি ভালোবাসার,
চর্চা করি মানবতার, মনুষ্যত্বের, মূল্যবোধের,
চর্চা করি প্রতিদিনের জীবন উদযাপনের,
চর্চা করি ভালো রেখে, ভালো থাকার।

সামাজিক আন্দোলনের কর্মী আমরা, আমরা বন্ধু খুঁজি, অনুগত ভৃত্য নয় ।আমরা বিশ্বাস করি, মানবতার পথে চলা মানে কারও সামনে মাথা নত করা নয়, বরং একসাথে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলা ।আমাদের সংগ্রাম কোনো ব্যক্তির মহিমা স্থাপন নয়; এটি এক যৌথ অভিযাত্রা, যেখানে প্রতিটি সহযোদ্ধা এক একটি আলোকবর্তিকা।

আমরা বন্ধুত্ব চাই, কারণ বন্ধুত্বের মধ্যেই আছে সমান মর্যাদা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, আর একে অন্যের পাশে থাকার অঙ্গীকার। যে আন্দোলন ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয়, সে আন্দোলনের শক্তি আনুগত্যে নয়, আসে আস্থায় ও ঐক্যে। আমরা সেই বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাই, যেখানে নেই কোনও স্বার্থ, নেই কোনও অহংকার- শুধু আছে একটিই বিশ্বাস, ভূপেন হাজারিকার অমর সৃষ্টি 'মানুষ মানুষের জন্য'। আমি নই, আমরা। এই আমরা থেকেই জারি থাক আমাদের লড়াই....

WBVBDS কেবল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয় - এটি একটি সামাজিক সংগঠনও বটে। WBVBDS-র বয়স বেশি নয়, সদ্য হাঁটি হাঁটি পা পা করে তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করলো। রক্তদান আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার ব্রত নিয়ে পথ চলা। তার সাথে সাথে মানুষকে সচেতন করা। মানুষের রক্তদান সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার এই মহতি প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই। তাই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে এই কঠিন ব্রতে আত্মনিয়োগের জন্য শুধু শুভেচ্ছা নয়, আন্তরিক অভিনন্দনও প্রত্যাশিত। পল্লব দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণে ''জীবন বার্তা'' আরো সমৃদ্ধ হোক - এই প্রত্যাশা রাখি। মাননীয় কবি ঘোষের সুযোগ্য নেতৃত্বে WBVBDS অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলুক - সেটাই কাম্য।

- ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল
পদ্মশ্রী, ভারত সরকার
সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি

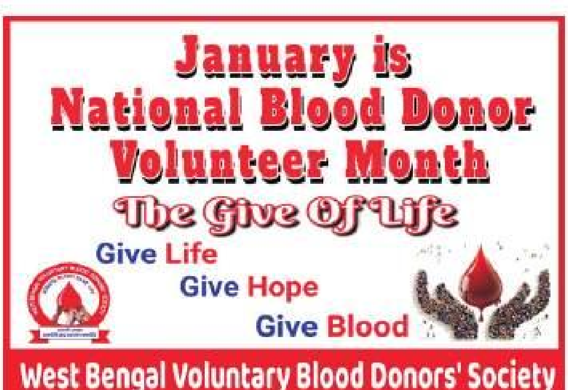

Beginning with a new model of altruism in sharing lives

-DR. SWAPAN SAREN,
DHS, WB

One of the remarkable initiatives that has been undertaken by SBTC, West Bengal is phenotype matched PRBC transfusion to Thalassemia and multi-transfused patients. Now, in transfusion services what is phenotype matched PRBC transfusion? It is one of the highly technical, modern and intricate transfusion services usually planned and considered for the patients who are either completely dependent on RBC transfusion for their survival or need multiple RBC transfusions to treat their diseases. The patients, completely dependent on RBC transfusion are mostly known as Thalassemias. Aside from this, there are many patients who also receive RBC transfusion frequently for treatment of their diseases like Sickle Cell Disease, Hemophilia, Leukaemias and other cancer chemotherapy patients.

In phenotype matched PRBC transfusion, patients receive multiple antigen matched transfusion. Now, we have to understand what is meant by multiple antigen matched transfusion and what is its utility? We know that RBC has numerous antigens on its surface, based on which blood group is determined. Like in ABO blood group there are principally two antigens - A & B antigens. Similarly, in Rh system there are 5 antigens – D, C, c, E & e. As of now, more than 45 blood groups and more than 350 antigens are identified. These antigens are unique to a person and inherited from one's parents following Mandelian Laws. Ordinarily, when a person receives RBC transfusion, blood group of both donor unit and recipient are performed to match their A & B antigens in ABO system and D antigen in Rh system. Apart from this, before issuing the blood unit for transfusion, cross-matching procedure is performed in the blood centre to find the compatibility between the donor unit and the recipient so that any untoward reaction does not occur.

Although, cross-matching is mandatory before selecting a compatible donor RBC unit for transfusion, through this procedure other Rh and minor antigens are not necessarily matched with the corresponding antigens present on the donor RBC surface. Hence, there are ample chances of developing allo-antibodies in these recipients against the antigens which the recipients do not possess in them normally, but they are received through transfusion. These irregular antibodies are called allo-antibodies. Occurrence of such allo-antibodies is very common in Thalassemia and other multi-transfused patients as they receive repeated transfusions in their life time for survival.

Once such allo-antobodies are developed in the body due to repeated transfusions, survival of RBC is significantly decreased despite attempting to increase Hb% in such patients. This is mainly due to extra vascular hemolysis leading to enlargement of liver and spleen (hepato-splenomegaly), jaundice, anemia not responding to normal transfusion etc. Apart from this, there is an increased iron overload in such patients on account of increased RBC hemolysis caused by these allo-antibodies. The increased iron deposits in vital organs like liver, heart, pituitary, thyroid, pancreas, adrenaline glands, ovary, testes etc. leading to multiple problems like cirrhosis of liver, cardiomyopathy, diabetes, hypothyroidism, stunted growth etc.

Now, in order to prevent the development of such allo-antibodies in these patients, transfusion service has been improved and modernized with advent of phenotype or

antigen matched PRBC transfusion where unlike routine transfusion, many antigens are matched before the actual cross-matching procedure.

Now, what are the benefits and utilities of phenotype matched PRBC transfusion? There are in fact myriad benefits and utilities of phenotype matched transfusion in thalassemia and other multi-transfused patients. As many antigens are similar and matched in such transfusion, there is a very less chance of occurrence of allo-antibodies in such recipient. Therefore, the RBC survival becomes longer than routine transfusion. Hence, there is decreased frequency of RBC transfusion. As the occurrence of haemolysis is averted to a great extent, there have been many advantages and benefits of phenotype matched transfusion in thalassemia patients which are as follows:-

i. The recipient will have less morbidity and mortality as iron overload will also be decreased.

ii. There will be less utilization of RBC and thereby better inventory management.

iii. Chances of TTI will also be reduced.

iv. Quality of recipient's life will be much better

v. Patient's survival is significantly increased to a great extent.

vi. There will be less burden on the govt. in providing logistics and human resource

As of now, we observed various benefits of phenotype matched PRBC transfusions which are beyond any doubts. But finding suitable donor units is not an easy task for a blood centre. The method of finding a phenotype matched donor for a specific patient is somewhat like a blind trial in which someone has to pick out donor units randomly for testing with some specific antisera to identify the desired units. Therefore, it happens repeatedly when finding the desire units for transfusion becomes really difficult despite rigorous efforts.

At this critical juncture, SBTC, West Bengal has devised and adopted a new strategy for identifying, motivating and enlisting voluntary, non-remunerated and repeat donors whose phenotype will be matched with transfusion dependent thalassemia recipients.

Such strategy has been implemented as follows:-

1. The counselor of the blood centre has been engaged to call such donors over phone for extensive counseling with the aim to make such donors engaged as dedicated ones for donating thalassemia and multi-transfused patients only.
2. The names of such donors are enlisted as phenotype matched donors.
3. Such donor is requested not to donate blood in VBD camps as his/her unit is a precious one to save a thalassemia patient.
4. These dedicated donors will be called to donate for in-house donation only as and when necessary as per the transfusion requirement of the patients having similar phenotypes like the donors.

The SBTC has begun this novel initiative of identifying and engaging such dedicated donors for hundreds of ailing thalassemia patients to give them a quality life. Let us put our all out efforts to make this programme successful. ❑

সুন্দরবনে কর্কট রোগের প্রভাব

- ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল *পদ্মশ্রী, ভারত সরকার*

অচলা মণ্ডল - সম্পর্কে আমার ঠাকুরমা। যৌথ সংসার তায় চাষের লোকজন - সব মিলিয়ে ৩০-৩৫ জনের রান্না। চাষবাস ছাড়া ঠাকুরদার যৎ সামান্য ডাক্তারি রোজগার। তখন গ্রামেগঞ্জে যোগাযোগ ব্যবস্থাই ছিল না বললেই চলে। জমিদার বাড়ির পুকুরের জল একমাত্র সম্বল। আর রান্নাবান্না, বড় বড় মাটির উনুন, শুকনো গাছের ডাল-পালা, পাতা-পুতি, কখনো কখনো নাড়া দিয়ে তিন বেলা রান্না বান্না, এমনকি ধান সেদ্ধ করার জন্য বাড়ির বাইরের দিকে বড় বড় মাটির উনুন, আর জ্বালানি হচ্ছে- ধান কাটার পর মাঠে পড়ে থাকা ধান গাছের গোছ। সুতরাং প্রতিনিয়ত রান্নার ধোঁয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ। মাঝে মাঝে একটু আধটু রাত্রে কাশি বা শ্বাসকষ্ট হলে চ্যবনপ্রাস। অত্যন্ত লোভনীয় ও সুস্বাদ। নানারকম ভেষজ উপকরণ দিয়ে তৈরি। ক্রমশ বিক্রি বাটা বাড়লে অধিক লাভের কারণে স্টেরয়েড যোগ। ধন্বন্তরীর মত কাজ। ফলে অসুখ ক্রমশ উপসর্গহীন হলেও অসুখের প্রক্রিয়া কিন্তু সক্রিয়। এমনিতেই গ্রামগঞ্জের মহিলারা চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু উদাসীন। অনেকদিন বাদে যখন অসুখটি রীতিমতো গেড়ে বসেছে, যখন চ্যবনপ্রাশ ও কাফ সিরাপ এ কাজ হচ্ছে না তখন নিতান্তই বাধ্য হয়ে হাসপাতালের শরণাপন্ন। এক্সরে করে দেখা গেল দুটো ফুসফুস জুড়ে ক্যান্সার নামক মারন রোগের বাসা।

তারপর অনেক চেষ্টা-কেমো থেরাপি, রেডিওথেরাপি সব চেষ্টা ব্যর্থ করে অচলা চলে গেলেন পরপারে। রেখে গেলেন সুন্দরবনবাসীর এক অসহায় দৃশ্যপট। শুধু অচলা নয়, সুন্দরবনের ঘরে ঘরে এমনই ফুসফুস ক্যান্সারের বাড় বাড়ন্ত। অনেকে কর্কট রোগের সাঁড়াশি কামড় থেকে রক্ষা পেলেও অত্যাধিক ধোঁয়া গলধঃকরনের জন্য bronchial asthma, Bronchitis, Bronchiectasis এ আক্রান্ত। বেশ কয়েক বছর হল কেন্দ্রীয় সরকার এসব অনুধাবন করে উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্প চালু করেছেন। কিন্তু গ্যাস সিলিন্ডার এর দাম বেশি হওয়ায় সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষই এখনও কাঠ , পাতাপুতি ও নাড়া জ্বালিয়ে মাটির উনুনে রান্না বান্না করে চলেছে। যদিও সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি দিয়ে রান্না বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন, CO2, ও SO2 পরিবেশে যুক্ত হয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটিয়ে চলেছে। এই সহজ সত্যটি সাধারণ ভাষায় মানুষকে বোঝানোর দায় নেই কারোর।

তেমনি সরস্বতী মৃধা, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম কোড়াকাঠিতে বাস । নিম্ন মধ্যবিত্ত বললে বেশি বলা হবে বরং নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। দিনমজুর নরেশের তিন মেয়ে , এক ছেলে। ছেলে সবার ছোট। পুত্রের মুখ দর্শনের জন্য ও বংশের বাতি দেওয়ার আছিলায় পুত্র সন্তান চাই। তাই যতবারই সন্তান সম্ভবা হয়েছে বা সন্তান প্রসব করেছে , পরপর তিনবার কন্যা সন্তান জন্মের জন্য সরস্বতীর মাকে কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। এমনকি মনের দুঃখে নরেশ কয়েকবার গৃহত্যাগীও হয়েছে। এমনকি অন্য নারীর সঙ্গে গাঁট ছাড়া বাঁধতেও চেষ্টা করেছে। হাতে পায়ে পড়ে কেঁদে কেটে সরস্বতীর মা বারে বারেই বলেছে - দেখো, এবার ঠিক আমি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবো। হতভাগা নমিতার কোন ধারনাই নেই যে পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণটা নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তবুও বিভিন্ন ঠাকুর দেবতার মানত করতে কসুর করেনি নমিতা। সমস্ত ঠাকুর দেবতার ছবি তার ঠাকুর ঘরে শোভা পেত। বারো মাসে তেরো পার্বণ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অম্বুবাচী সবই নিষ্ঠার সাথে পালন করে নমিতা একমাত্র পুত্র সন্তানের কামনায়। এমনকি নানান জ্যোতিষী দেখিয়ে তাবিজ মাদুলিও নিয়েছে অনেক। এমন পরিবারে খুব স্বাভাবিকভাবেই কন্যা সন্তানরা অবহেলিত ও বঞ্চিত। সরস্বতী একটু একটু করে বড় হতে হতে ১৪ বছরে পা দিল। প্রথম মাসিক ঋতুঃস্রাব শুরু হলো। প্রথমে খুব ভয় পেলেও মা কাকিমাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিল।

যাদের দুবেলা দুমুঠো খাওয়া জোটে না, স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করার কথা ভাবতেই পারে না। পরিবর্তে অত্যন্ত গোপনে মায়ের ছেঁড়া নোংরা কাপড় দিয়েই স্যানিটারি ন্যাপকিনের কাজ সারতো। তাদের কোড়াকাঠি হাইস্কুলে একদল এনজিও এসে মেয়েদের বয়ঃসন্ধিক্ষণে ঋতুঃস্রাব ও সেই সময় করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছিল। সেখানেই সরস্বতী স্যানিটারি ন্যাপকিন নামক বস্তুটির কথা শোনে । পড়াশোনার সাথে সাথে সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মায়ের সাথে রায়মঙ্গল নদীতে চিংড়ি মাছের মীন ধরতে শুরু করলো ।

এভাবে দিনের পর দিন নদীর নোনাজলের সংস্পর্শে সরস্বতীর সাদা স্রাব শুরু হয় । লজ্জায় কাউকেই সেই কথা বলতেও পারে না । আর বলবে তো একমাত্র মা কেই । সেই মা ই চরম অবহেলিত ও লাঞ্ছিত । তাছাড়া গ্রামে গঞ্জে কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ না থাকায়, এমনকি সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোন গাইনোকোলজিকাল চেকআপ এর ব্যবস্থা না থাকায় যেমন চলছিলো তেমনি চলতে লাগলো । তারপর বছর ষোলো হতে না হতেই পাশের গ্রামের নবীনের সাথে বিয়ে । নবীনরাও অত্যন্ত দরিদ্র। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি । পেটের দায়ে একটু বড় হলেই নৌকা চালাতে শিখলো। এখন অধিকাংশ সময় বনে মাছ, কাঁকড়া , মধু সংগ্রহ করতে যায় । এভাবে জীবন যাপন করতে করতে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। যে অল্প কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে আসে , তখন সরস্বতীর উপর দৈহিক নির্যাতন বাড়তে থাকে। সবকিছুই নীরবে সহ্য করতে থাকে সরস্বতী। এভাবেই চলে সরস্বতীর স্বামীর ঘর। এমনি করেই সরস্বতীর কোলে এসেছে তিন তিনটি মেয়ে । এক একটি সন্তানের জন্ম দেয় - আর কন্যা সন্তানের জন্য শারীরিক নির্যাতন বাড়তে থাকে । হঠাৎ একদিন স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের ফলে রক্তস্রাব শুরু হলো । নবীন চলে গেলো বনে কাঁকড়া ধরতে । এদিকে রক্তস্রাব চলতে থাকায় সরস্বতী ক্রমশঃ রক্তশূন্য হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে পড়লো। পাড়াতুত কাকিমা, জেঠিমারা জোর করে নিয়ে গেল কলকাতা থেকে গ্রামে আসা ডাক্তার বাবুর কাছে । ডাক্তার বাবু প্রতি সপ্তাহে গ্রামে আসেন , গ্রামের গরীব মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ।

ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করে দেখলেন - জরায়ুর মুখ থেকে ফুলকপির মতো একটি মাংসপিন্ড বেড়িয়ে এসেছে । বুঝতে বাকি রইলো না যে এটা advanced cervical carcinoma . সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হলো বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারি হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। এই দ্বীপের বাইরে যে একটা জগৎ আছে সেটা সরস্বতী ও তার স্বামী চেনেই না। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যে কলকাতার হাসপাতলে চিকিৎসার জন্য যাবে সেই সুযোগও নেই। সর্বোপরি আর্থিক অসঙ্গতি। কলকাতায় যাওয়া আসা , থাকা খাওয়া তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ , এমনকি সঙ্গী সাথীর জন্য খরচ সবটাই জোগাড় করা সরস্বতীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পাশের বাড়ির কাকিমার উপদেশে মৌখালী দ্বীপের স্বপন ডাক্তারের কাছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি সহযোগে নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে স্বপন ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে খায় বটে, কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। তিন মাস যমে - মানুষে লড়াই করে শেষে সরস্বতী মাত্র ৩৪ বছর বয়সে হেরে গেল।

গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারের কোন হেল্ দোল নেই । তাদের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা যেন তেন প্রকারেন । প্রান্তিক মানুষের কাছে, গরিব মানুষের কাছে সরকারি স্বাস্থ্যপরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার ন্যূনতম প্রচেষ্টা সরকারের নেই।

কেবল সরস্বতী নয়, সরদার পাড়ার মালতি, হেমনগরের সবিতা, পাথর প্রতিমার দেবী, বা লাহিড়ী পুরের কবিতা - সবারই একই অবস্থা। জন্মের পর অল্প বয়সে বিয়ে , জীবনটাই আঁতুড়ঘর ও রান্নাঘরের মধ্যে কাটে, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া বা চেকআপ করানো স্বপ্ন মাত্র।

একদিকে দারিদ্রতা, অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাব অন্যদিকে সরকারের উদাসীনতায় অল্প বয়সেই কর্কট রোগের ছোবলে প্রাণ হারানো মানুষের সংখ্যা অগুনতি।

আমরা গরিব মানুষ, মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী, আমাদের তাই অল্পস্বল্প নেশা ভাং করতে হয়। নইলে চলে নাদ - তাই অনেক ছোট বয়স থেকেই তারা তামাকজাত দ্রব্যে আসক্ত। ইদানিং কালে সরকারি বদান্যতায় মদও দুয়ারে সহজলভ্য। বিড়ি, হুকো বা গড়গড়ার মাধ্যমে তামাক সেবনে, এমনকি বর্তমানে গুটকা, শিখর, পানপাড়াগের দৌলতে মুখের ক্যান্সারও দেখা যায়। বিড়ি সিগারেটের প্রভাবে শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখ বিশেষত এজমা এই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে অনেক প্রকট। অত্যাধিক বিড়ি সিগারেট খাওয়ায় ফুসফুসের এলাস্টিক টিস্যু নষ্ট হয়ে fibrosis হয়ে bronchitis ও Bronchiectasis নামক মারণ রোগের শিকার হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফুসফুস ক্যান্সারও হতে দেখা গেছে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও একটি অসুখ prostatic cancer একটু পরিণত বয়সে দেখা যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে prostatic enlargement স্বাভাবিক। তার জন্য রাতে দুই তিনবার এমনকি শেষের দিকে ৫-৬ বার করে প্রসাব হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ না নেওয়ায় PSA অনেক বেড়ে যায়। যেমন ৭৫ বছরের নারায়ন এলো ডাক্তারের কাছে। রাতে সাত আট বার প্রসাব করতে উঠতে হয়। ফলে ঘুমের ব্যাঘাত। ডাক্তারবাবু রক্তের PSA test করে দেখলেন PSA এর মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। ইউএসজি করে দেখা গেল irregular growth in prostate gland. কয়েক মাস বাদে কোমরে ও শিরদাঁড়ায় ব্যথা। এক্সরে করে দেখা গেল Metastatic Growth Radio therapy and chemotherapy করার জন্য কলকাতার বড়ো হাসপাতালে রেফার করা হলো। কিন্তু সমস্যা সেই একই। যৎসামান্য যজমানি করে পেট চালানো নারায়ণের পক্ষে চিকিৎসার এ বিপুল খরচ বহন করা সম্ভব হয়নি। তাই প্রথমদিকে দু-একবার হাসপাতালে সারাদিন অপেক্ষা করে regreat no free bed vacant. please come next date লাগানো স্ট্যাম্প নিয়েই ফিরে আসতে হয়েছে। শেষে বিতশ্রদ্ধ হয়ে কলকাতার বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ চিকিৎসক সুধাংশু, পেচ্ছাপ আটকে গেলে ক্যাথেটার পরিয়ে দিয়েছে। সেই ক্যাথেটার নিয়েই বিছানায় শুয়ে দিন গুণছে একদা আমার সহপাঠী নারায়ণ।

Male breast Cancer ছাত্রাবস্থায় শিক্ষানবিশ থাকার সময় দু একটি দেখেছি। বর্তমানে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করার সুবাদে কয়েকটি পেয়েছি - যদিও সরকারি হাসপাতালের oncology ডিপার্টমেন্টে রেফার করা ছাড়া কিছুই করতে পারিনি - করাও সম্ভব নয়।

আরেকটি কথা না বললে অসমাপ্ত থেকে যাবে - সেটা arsenic poisoning . উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া , মুর্শিদাবাদ ও মালদা highly arsenic prone area, তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা moderately arsenic prone area এবং বর্ধমান , হাওড়া, হুগলি ও কলকাতা তুলনামূলকভাবে less arsenic prone area.

এই আর্সেনিকের প্রভাবে arsenic poisoning ïy hyperkeratosis of palm and sole দেখা যায়। কখনো কখনো পাকস্থলী ক্যান্সার বা gastric carcinoma ও দেখা যায় - মূলত অত্যাধিক মানসিক চাপ ও খাদ্যাভাসের কারনে।

কারণ অনেক কিন্তু প্রতিকারের পদ্ধতি সীমিত । ম্যানগ্রোভ algae extract, snail gland extract ও cancer killing mushroom প্রভৃতির সাহায্যে ক্যান্সার প্রিভেনশনের সীমিত চেষ্টা ফলপ্রসু হবে কিনা ভবিষ্যতেই বলবে। ❑

" জীবিতকালে রক্তদান
ও মৃত্যুর পর চক্ষুদান"
মানবসেবায় মহান দান।

"রক্তদান আন্দোলনের দিশা"

ডাঃ কাজল কৃষ্ণ বণিক
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

"ভেবে দেখেছ কি তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে" , এই লাইনটি মহীনের ঘোড়াগুলির একটি জনপ্রিয় গান '। আসলে একটি রূপক, যার অর্থ হলো;আমরা যতই বলি মহাকাশের তারারা অনেক দূরে, তার চেয়েও বেশি দূরে সরে যাচ্ছে তুমি আর আমি - একজন মানুষ অন্যজনের থেকে। একজন মানুষ সম্পর্কে অন্যান্যদের এই উদাসীনতা জন্ম দেয় সম্পর্কে শীতলতা আর সমাজ জীবনে অস্থিরতা। ঠিক তেমনি যে পরিবেশ পরিমণ্ডলে আমাদের নিত্য চলাচল, সেই সসাগরা পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে আমরা যদি সচেতন না থাকি তবে আমাদের ইকো সিস্টেম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের অধিকাংশ ই সেই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিষয়ে রাষ্ট্রগুলিকে সতর্কতা শুনিয়ে চলেছেন। এমনকি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তম বেলেম আন্তর্জাতিক সম্মেলন যথাযথ গুরুত্ব সহকারে মানব জীবনের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই স্থানটি নির্বাচন তথা সম্মেলনের আগেই একশো ষাটটি দেশ নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করে জীবাশ্ম জ্বালানি সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনাকে ভেস্তে দিয়েছে বলেই এক গোপন নথি মাধ্যমে জানা গেছে। অথচ আমরা সবাই জানি জলবায়ু পরিবর্তনের সব চেয়ে বড় শিকার মহিলা, শিশু এবং প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষজন। আর এই জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের বসবাস আমাদের মতো গরীব দেশগুলিতে। বিশ্বের " ক্লাইমেট অ্যাকশন" এ ভারত গতবারের দশম স্থান থেকে বর্তমানে তেইশতম স্থানে নেমে এসেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের অবস্থাও প্রায় একই রকম। ফলতঃ পৃথিবীর একশোটি সবচেয়ে দূষিত শহরের মধ্যে তিরাশিটাই আমাদের . বিকশিত ভারতবর্ষের।

এখন প্রশ্ন হলো এই জলবায়ু দূষনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল কী হতে পারে বা কি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে? দ্যা ল্যানসেট ও গেট ফাউন্ডেশনের সদ্য প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে শুধু মাত্র ২০২৪ সালে বিশ্ব জুড়ে ৪৮ লক্ষ শিশু তাদের পাঁচ বছরের জন্মদিনের আগেই মারা গিয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা জলবায়ু পরিবর্তন এবং ধনী দেশগুলোর রাষ্ট্রনেতা দের দান খয়রাতি বিষয়ে ধীরে চলা নীতি দায়ী বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। চীনের গড় পড়তা এ.কিউ.আই যেখানে মাত্র ৩৭, সেখানে আমরা সব সময়ই দুশো প্লাস। বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে জানা যায়, যেখানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা ও ব্যর্থতা যত বেশি, দূষন সেই সব দেশে যত বেশি। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সেই কথার সত্যতা নিশ্চিত করে।

আর সেই কারণেই আমরা উদাসীন থেকে যাচ্ছি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিমন্ডল বিষয়েও।

অথচ আমাদের সকলের অগোচরে একদিকে যেমন বেড়ে চলেছে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, অন্যদিকে খুব দ্রুত হারে বাড়ছে পতঙ্গ কূল। এই সমস্ত পতঙ্গের শরীরে বাসা বাঁধে কিংবা তাদের বাহক হিসেবে ব্যবহার করে ছড়িয়ে পড়ছে পতঙ্গ বাহিত রোগ। সেই তালিকায় চির পরিচিত ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া যেমন আছে, ঠিক সেই রকমই আরও কিছু নতুন রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ভ্রুকুটি দেখা দিচ্ছে। আর পরজীবী ঘটিত এই রোগগুলো আবার নিজেদের স্বরূপ পরিবর্তন করে প্রচলিত ওষুধের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। ফলতঃ চেনা রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ও অহেতুক বিলম্ব ঘটছে। তাতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে - যার অধিকাংশই কিছু দিন আগে অবধি সহজেই সারানো যেত। আজকাল সাধারণ ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার সংক্রমণে

রক্তপাত, অর্গান ফেলিওরের মতো ঘটনা দেখা যাচ্ছে। আবার ডেঙ্গুর প্রচলিত স্ট্রেন গুলির অ্যান্টিজেনিক গঠনে কিছু পরিবর্তন অথবা সম্ভাব্য নতুন কোন প্রজাতির ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই। সমস্ত ক্ষেত্রে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য ওষুধ পত্রের পাশাপাশি রক্ত সংবহনের দরকার দেখা যায়। তাই উন্নয়নশীল দেশের রক্তের চাহিদা ক্রমে বেড়ে চলেছে।

পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ জনিত কারণে আমাদের মতো দেশে মানুষের মধ্যে নানা রকম ফুসফুস ও শ্বাসনালীর অসুখ আর হার্ট, লিভার ও কিডনির অসুখ বাড়ছে। সুনির্দিষ্ট ভাবে এই অসুখগুলো সৃষ্টির জন্য পরিবেশ দূষণ কতখানি দায়ী সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও গবেষণা অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানে অনেক ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসা বা সার্জারি করার দরকার পড়ে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে ও সমাজে রক্তের চাহিদা বাড়ছে।।

যেমন করে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, অনেক অপটু বা অদক্ষ চালকের ভিড় বাড়ছে, তুলনায় রাস্তা অপ্রতুল থাকায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। রাস্তায় এই সমস্ত রোড ট্র্যাফিক অ্যাকসিডেন্ট তো বটেই অন্যান্য প্রায় সব ধরনের দুর্ঘটনার চিকিৎসায় রক্তের প্রয়োজন হয়। তাই এই কারনেও রক্তের চাহিদা বাড়ছে।

এছাড়া আমাদের বহু পরিচিত এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি আমাদের সমাজে থ্যালাসেমিয়া নামক প্রায় একশো শতাংশ প্রতিরোধযোগ্য অসুখে আক্রান্ত হতভাগ্য শিশুদের চিকিৎসার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রক্তের ব্যবহার। সাথে যুক্ত হয়েছে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। সেই রোগীদের চিকিৎসার জন্য রক্ত দরকার হচ্ছে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায় যে আগামী দিনে আমাদের আরও বেশী সংখ্যক ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই। কেন না আজ পর্যন্ত কোন কল কারখানায় রক্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি।

সেই কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে আগে যেখানে দেশের সক্ষম ও রক্ত দানে উপযুক্ত মানুষের মাত্র এক শতাংশ হলেই রক্ত সমস্যা মিটে যাবে বলা হলেও বর্তমানে কিন্তু সেই সংস্থা এই জনগোষ্ঠীর শতকরা অন্তত দুই শতাংশ মানুষের রক্ত দানের কথা বলা হয়েছে।

রক্তদান আন্দোলনের সাথে যুক্ত প্রতিটি সৈন্যের তাই রক্ত বিজ্ঞান যেমন জানতে হবে, ঠিক সমান গুরুত্ব সহকারে রক্তের অভাব কেন হয়, কি করে সেই সমস্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যায় সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সার্বিক সচেতনতা তৈরি করতে না পারলে রক্তের মতো জীবনদায়ী ওষুধের সমস্যা মিটানো যাবে না। তাই দরকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক ও সদর্থক অংশগ্রহণ।

আমার বিশ্বাস আমাদের রাজ্যের রক্ত দান আন্দোলনের সাথে যুক্ত সব মানুষ সেই কাজে ব্রতী হবেন। আর তাদের অগ্রণী অংশ হিসেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির প্রতিটি কর্মী বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষ এই বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ভাবনা চিন্তা করেন। নিয়মিত প্রচার করবেন। মনে রাখতে হবে আমাদের আরও অনেক মানুষ জড়ো করতে হবে। আরও মানুষের রক্তদানে আমরা সুনিশ্চিত করতে পারব রক্তের অভাব।

আমরা যেন হাসি মুখে বলতে পারি, "এক বোতল রক্ত আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে কি তোমার!" ❑

শতবর্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

দেবেশ ঠাকুর ★ *বিশিষ্ট কবি*

জন্মের শতবর্ষ পরে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে কতখানি চর্চা হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন ছিল এবং আছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রগতিশীল এবং বামপন্থী সুকান্তের গ্রহণযোগ্যতা কতখানি আন্তরিক হবে সে বিষয়ে ধোঁয়াশা আছে। শুধুমাত্র 'কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট' শব্দবন্ধটির মাঝখান দিয়ে কবি নিজেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করে তুলেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে কবিতা নিয়ে প্রচুর নিরীক্ষা চলে। কবিতার ফর্ম এবং কন্টেন্ট। রবীন্দ্র-উত্তর কালে প্রায় সমস্ত কবি , জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে , সুধীন্দ্র দত্ত , অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত- প্রত্যেকে নিজের নিজের একটা স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে কাজ করার প্রবণতা দেখা দিল। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে আসতে। কাজী নজরুল ইতিমধ্যেই নজরুলের সমান্তরাল আরেকটা যাত্রা পথ নির্মাণ করে ফেলেছেন। সুভাষচন্দ্রের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, অগ্রজ কবি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজস্ব ঘরানা নিয়ে এগিয়ে আসার অভিমুখ নির্মাণ করে ফেলেছেন। ঠিক এই সময় সুকান্তের আবির্ভাব। প্রতিবাদী প্রজন্মের ছাড়পত্র নিয়ে।

সুকান্ত ঠিকই করে নিয়েছিলেন ফর্ম নিয়ে বেশি কাজ করার দরকার নেই। চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথ থেকে এখানে বেশি বেরিয়ে আসা যাবেনা। অতএব কনটেন্ট। বিষয়বস্তু। প্রথমেই বেছে নিলেন প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাইরে একটা নতুন জগৎ। এই জগতটি তার চারিপাশে। যুদ্ধোত্তর বাংলা। যুদ্ধের যা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, অনাহার রেশন অনশন মৃত্যু ঘুরে দাঁড়ানোর যুদ্ধ সব মিলিয়ে একটা বিপুল নেতির মাঝখান থেকে ইতির উদ্ভাস। দক্ষিণপন্থা নয়। নিরপেক্ষতা নয়। সুখস্বপ্ন নয়। চরাচরের লালিত্য লাবণ্য নয়। একেবারে প্রতিবাদ। ঘোষিত বামপন্থা।

দক্ষিণ পন্থায় একটা 'ভালো' দিক আছে। তুমিও খাও আমিও খাই। ভালো থাকার আকন্ঠ প্রয়াস। বামপন্থা বলছে তোমাকেও খেতে দেবো না আমিও খাব না। উত্তর কালে এই ভাবনার যে বিচ্যুতি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিনয় চৌধুরীর মতো নেতাও বলেছিলেন, পর দ্যা কন্ট্রাক্টরস অফ দা কন্ট্রাক্টার্স বাই দ্যা কন্ট্রাক্টরস। কথাটা সর্বৈব সত্য না হলেও যে কথা বিনয় চৌধুরীর মত বামপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী বলছেন তার অংশের দায়ভার আমাদের নিতে হবে বই কি।

ছাত্র জীবনে রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার কারণে বিশ্বাস করতাম সুকান্ত যদি একুশ বছর বয়সে মারা না যেতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে যেত।

মানে রবীন্দ্রনাথের বাড়তি পাওনা উণষাট বছর তাকে একটা পাকাপোক্ত আসন দিয়ে দিল। অথবা নজরুলের কবিকীর্তির যদি বিয়াল্লিশ বছরে শেষ না হত রবীন্দ্রনাথের সমান্তরাল আর এক জনকে পাওয়া যেত । এই বছরের পরে আরো চৌত্রিশ বছর হিরন্ময় নীরবতা। তা সত্ত্বেও নজরুলের গান রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশি। ইদানিং মৌলবাদের দিকে ধাবিত বাংলাদেশের আলেম-উলেমারা অনায়াসে বলে দেন নজরুলের গানই গান। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গান বাউল ফকিরের অথবা শাস্ত্রীয় বন্দিশ থেকে চুরি করা। ভাঙা গান নামে চালিয়ে দেওয়া।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩১ শে শ্রাবণ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন'... সুকান্ত বেঁচে থাকলে আজ তার এক চল্লিশ বছর বয়স হত।... অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে যেত? তার লেখার ধারা কোন পথে বাঁক নিত?' একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে অরুণাচল বসু সুকান্তকে নিয়ে যে

অভ্রংলিহ ধারণা পোষণ করেছেন উত্তর কালে অনেক কবির ধারণা ভিন্নরূপ। আমি সমালোচক এবং প্রাবন্ধিকদের কথা বলছি না। প্রতিষ্ঠিত কবিদের একজন সতীর্থ কবির জীবন ও সৃজন মূল্যায়নের কথা বলছি।

একথা ঠিক, আজকের সময়ে রক্ষা রোগে মৃত্যুর হার অনেক কম। সেই অর্থে সুকান্ত যদি চিকিৎসা পেতেন, যদি আশি-বিরাশি বছর বাঁচতেন তাহলে হয়ত এক অনন্যসাধারণ কবিকে আমরা পেয়ে যেতাম। কিন্তু যা হয়নি, বা অসময় যাকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাকে নিয়ে কী হতে পারত সে বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে উইলফ্রেড আওয়েন যৌবনের প্রাক মুহূর্তে পঁচিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। যে কটি কবিতা লিখেছেন তা কালজয়ী। রোমান্টিক যুগের অনুপম সুবিখ্যাত কবি জন কিটস মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে মারা যান। শেলি মারা যান মাত্র তিরিশ বছর বয়সে। বায়রন মারা যান ছত্রিশ বছর বয়সে।

জীবনকাল অথবা সাল তারিখের সঙ্গে কবিত্ব বিকাশের খুব বেশি সম্পর্ক নেই। মাত্র দুটি উপন্যাস লিখে সতীনাথ ভাদুড়ী বরেণ্য সাহিত্যিকদের শিরোমণি। এটা সৃজনের বড়ো অর্জন।

আর একটি প্রসঙ্গ আসে। একটা প্রশ্ন আসে সুকান্ত যদি কবি সত্বার সঙ্গে কমিউনিস্ট সত্ত্বাকে পরিপূরক করে না তুলতেন তাহলে তাঁর কবিত্বশক্তি একটি বাড়তি মাত্রা পেতে পারত।

বাংলা ভাষার অনন্যসাধারণ কথা সাহিত্যিক জগদীশ ভট্টাচার্য আরও বলেছেন,'... যে কবির বাণী শোনবার জন্য কবিগুরু কান পেতে ছিলেন সুকান্ত সেই কবি। সৌখিন মজদুরি নয়, কৃষানের জীবনের সে ছিল সত্য কার শরিক। কর্মী ও কথায় তাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহ মন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।' জগদীশ গুপ্ত ঐতিহাসিক কবিতার একটি পঙতি তুলে ধরেছেন,' আর মনে কর আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র/ নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ/ অরণ্যের মর্ম ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা/ আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন'।

জগদীশ ভট্টাচার্য লিখছেন' ...তার প্রথম দিকের অনেক রচনাতেই দলীয় স্লোগান অতি স্পষ্ট ছিল, কিন্তু মনের বালকত্ব উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস আত্মপ্রকাশকে অনন্যপরতন্ত্র করে তুলেছিল।'আমার মনে হয়েছে, এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে জীবনানন্দের আত্মগত কোন পরিব্যাপ্ত বার্তার আবর্তন সামনে এসে দাঁড়ায়।

আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রে একটি কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে, কবিতার কতটা অংশে কবিতা আছে। জীবনানন্দ সম্পর্কে অথবা আরও আধুনিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা হয় প্রতিটি বাক্য শুধু নয়, প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর কবিতাময়। প্রতিবাদ যখন আসে আপাতভাবে নিরুচ্চার অক্ষর মালা অথবা শব্দাবলী পদ্মপাতায় শিশিরের মত টলমল করে আর তাতে আলো পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে রামধনু নির্মাণ হয়। কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। অন্যদিকে সুকান্ত যখন বলেন,

" পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে,
এখানে খানিক তারই পূর্বাভাস
পাচ্ছি, এখন বইছে পূব-বাতাস"।
(মধ্যবিত্ত ৪২)।

অথবা

"সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ
স্তম্ভিত আলোকস্তম্ভ
আলো দেয় নিতান্ত সভয়ে।
কোথায় দোকানপাট?
কোথায় সে জনতার স্রোত?"

কবি সবসময় বলেন না। বদসি যদি কিঞ্চিদপি...। অনেক সময় অল্প কথায় ইঙ্গিত দিয়ে যান। কি এস এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড'এ এরকম একটি ইঙ্গিত আছে ' and Kew undid me' . এই কথার কোন ব্যাখ্যা নেই। কবি ব্যাখ্যা দেন না। সে কাজটা প্রাবন্ধিকের। কবি যদি মনে করেন অতি অল্প হইল, অথবা আবার অতি অল্প হইল তখনই বিপদ। অলমতি বিস্তারেন।

আমরা সুকান্তের কবিতায় প্রতিবাদের বর্ণচয়ন নিয়ে কয়েকটি দিক ভাবতে পারি।

শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি কোন আপোষ করতে চাইছেন না। সরাসরি যুদ্ধে নেমেছেন। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সাম্যের সপক্ষে যুদ্ধ। জানেন এই যুদ্ধে ঝুঁকি অনেক। যিনি সরাসরি বলতে পারেন কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট তিনি নিজের অবস্থান পুরোদস্তুর স্থির করে নিয়েছেন। কেউ কেউ ভাবতে পারেন এই সোচ্চার কথা না বললেও চলত। গদ্য লেখার ক্ষেত্রেও সুকান্ত অনমনীয়,' রেলে হরতাল হরতাল একটা রব উঠেছে। সে খবর ইঞ্জিন লাইন ঘন্টা সিগন্যাল এদের কাছেও পৌঁছে গেছে। তাই এর একটা সভা ডাকল। মস্ত সভা। পূর্ণিমার দিন রাত দুটোয় অস্পষ্ট মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর নিচে সবাই জড়ো হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বিশাল বপু সভাপতি ইঞ্জিন মশাই এলেন।' অত্যন্ত সরাসরি কথার ব্যবহার। ভাবা যেতে পারে স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলার জন্যই সুকান্তর জন্ম। যা কিছু বলতে হবে তা বলার জন্য কোন রাখঢাক নেই। এই লাইনটা বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের গৃহিণীপনার মত নয়। আবার কমলকুমারের ঝাঁকি দেওয়া গদ্যের নয়। যথা ' আলো ক্রমে আসিতেছে।' সুকান্ত দ্বিধাহীন স্পষ্ট ঋজু।প্রয়োজন বোধে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ।

রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি ভীষণ সচেতন।

ছাড়পত্র কবিতায় সরাসরি বলছেন,-

" এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব তোমার যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।"

কবিতার প্রতিটি লাইন বর্শা ফলকের মতো তীক্ষ্ণ। ভাবখানি অত্যন্ত ঋজু। সুললিত এলিয়ে পড়া ভাবভঙ্গি কোথাও নেই। ঋজুতা সুকান্তর জন্য একটা আদর্শ জায়গা স্থির করে নিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন,' এক জায়গায় থেমে যাওয়া সুকান্ত পক্ষে অসম্ভব ছিল।' সুকান্তের কবিতা অনুভব করতে গেলে এই বিশ্লেষণটা মানতেই হবে। আবার 'ছাড়পত্রে'র ইতি কর্তব্য তিনি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবেন তারও কোন মানে নেই। তাঁর 'কবিতার বিদ্যুৎশক্তি ' কখনও সম্পদ কখনও ভার এ কথাটাও মনে রাখতে হবে। তিনি বিশ্বযুদ্ধ দেখছেন। রেশনের লাইন দেখছেন। জয়নুল আবেদিন চিত্তপ্রসাদের ছবির মত কবিতার লাইনে বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন শুনছেন। এবং সোজা রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করে বলে দিচ্ছেন, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, সুকান্তের পরিবার এবং পূর্বপুরুষেরা সনাতনী চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পুরোহিতদের অপরিহার্য ' পুরোহিত দর্পণ' তাঁর পূর্বপুরুষের রচনা। তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানা সারস্বত লাইব্রেরী নানা ধরনের ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করত। এবং এই সারস্বত প্রেস থেকেই সুকান্ত সমগ্র প্রকাশিত হয়। এটাও আশ্চর্য সমাপতন। তথা বিপরীতমুখী সমীকরণ। যে পরিবেশে সুকান্ত বড় হয়েছেন সেখানে পুজো আর্চা যজন-যাজন জপ-মন্ত্র - গায়ত্রী নিত্যদিনের ব্যাপার-স্যাপার। সেখানে সুকান্ত ব্যঙ্গ করে অরুণাচল বসুকে লিখছেন,'... নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পারলৌকিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্গ রচনা করিতেছেন ।' অরুণাচল বসুকে ২৪ শে পৌষ১৯৪৮ কৌতুক ভরে শ্রীরুদ্রস্মরণম-- দিয়ে সূচনা করার পর অত্যন্ত গভীর জায়গাতেই আসছেন,' আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকবো না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।'

এই শব্দবন্ধটির মধ্যে সুকান্তের সৃষ্টি-যাপন জীবন-যাপনের মূল সূত্রটি লুকিয়ে আছে। রয়ে সয়ে বসে নতুন কিছু করার চিরায়ত ধারণার চিড়ে-চ্যাপ্টা অভিজ্ঞানের বাইরে তিনি একটার পর একটা হাউই বাজি উড়িয়ে চলেছেন। সচেতনভাবে বিশ্বাস করছেন জীবনে অনেক কিছু করনীয় আছে। খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো শেষ করে দিতে হবে।

কবিতা ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে তিনি সম্পৃক্ত। যেমন সতের নম্বর চিঠিতে একদিনের ব্যস্ততার কর্মসূচির কিছুটা অংশ তুলে ধরছেন-

১. কিশোর বাহিনীর দুধের নতুন দুধের আন্দোলন
২. ১৫ জুন এআইএসএফ কন(সায়েন্স)
৩. কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয়নি। ছাপাব।
৪. ১৩ই জুন আই পি টি এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।
৫. ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং
৬. কিশোর বাহিনীর ৬ নং চিঠি এ সপ্তাহে লিখতে হবে।
৭. জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।
৮. এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

পাঠক একটু তন্নিষ্ঠ হয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন সবকটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডার মধ্যে অপরিহার্য সংকটটি হল তাঁর শরীর খারাপ। যেদিকে কখনই গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন না।

অনেকেই কবির রসিক মনের খুব একটা খবর রাখতেন না। দুটি কারণে। এক, তিনি স্বঘোষিত কমিউনিস্ট। দুই, তার যক্ষা রোগকে সামনে রেখে উপসংহারের আগেই উপসংহারে পৌঁছতে চাচ্ছেন কোথাও। তবু রসিক চিত্রটি তাঁর চিত্তের মধ্যে জাগরুক। ২৭/৬/৪৬ অরুণাচল বসুকে চিঠি লিখছেন-

Rawdon Street
Calctta

বন্ধুবৎসলেষু,

....
....
....

২৭/৬/৪৬ -সুকান্ত

প্রিয় বন্ধু কবি অরুণাচল বসুর সঙ্গে চিঠি পত্রের কথোপকথনে সুকান্ত নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। যাঁকে বাংলার পাবলো নেরুদা কিংবা নাজিম হিকমত বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম তাঁর পান্ এবং উইট্ এত উচ্চমার্গের যেখানে তার একটা নরম কমনীয় অনুভবের খবর পাই। যেমন ' আমার চতুর্দিকে দুর্ভাগ্যের ঝড়।.... আমাদের ঝি চলে গেছে। আসার সময় তুই যে ঝি দিবি বলেছিলি তাকে আনা চাইই।'

যাঁরা সুকান্তকে বোঝার চেষ্টা করেছেন তাঁরা ভুল করবেন। তাকে একান্ত ভাবে অনুভব করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে। সময়ের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের ফ্রেমে যুদ্ধের রঙে তাঁর বিচার করতে হবে। আজও তা হয়নি। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের সময়েও সুকান্তকে নিয়ে সেভাবে অন্তরঙ্গ চর্চা হয়ে উঠতে পারেনি।

মাঝে মাঝে রসুন (রবীন্দ্র- সুকান্ত- নজরুল) সন্ধ্যা সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে।

আপাদমস্তক একজন সৎ কবির সৃজন কর্মের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করে থাকব। ❑

সেরার সেরা রক্তদান

-পার্থ প্রতিম কুণ্ডু (দুর্গাপুর)

প্রতিদিনই করছো লড়াই-জীবন যুদ্ধে বাঁচতে
কিন্তু তুমি বাঁচছো কেন-পেরেছো কি জানতে?
সব পশুরা দিব্যি বাঁচে-কিন্তু কেন ওরা বাঁচে
হিসেবের ধার ধারেনা-থাকতে হয় তাই আছে।
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব-তুমি হলে পরে-
ভেবে দেখো কেন শ্রেষ্ঠ- বিশ্ব চরাচরে
থাকলে যে মান থাকলে যে হুশ-তবেই মানুষ হবে
সেবার ভাবে নিজেকে গড়ো-সত্যি শান্তি পাবে।
রক্তদানের যোগ্য পূণ্য-হয়না যেনো কিছুই আর
মানবতার শ্রেষ্ঠ সে দান-সেরার সেরা উপহার।
শরীরের এই অমৃত রস-দাও বিলিয়ে দাও
আর্তজনের প্রাণ ফিরিয়ে-তুমিও তৃপ্তি পাও।
পুরোনো রক্ত দানের পরে-তোমার শরীর জুড়ে
নুতন রক্ত বইবে আবার-আহা,মিষ্টি তাজা সুরে।
রোগমুক্ত থাকবে তুমি-হৃদয় হবে চনমনে
সহজে সুস্থতা লাভ,করতে পারে ক'জনে।
আজ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস-বার্তা দিয়ে যাচ্ছে তাই
বিন্দু বিন্দুতে সিন্ধু হবে-রক্তদাতা প্রতি ঘরে চাই।

মানবতার অঙ্গীকারে রাজ্য সম্মেলন

- কবি ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক, WBVBDS)

রক্ত কোনো জাত, ধর্ম, ভাষা বা পরিচয়ের গণ্ডি মানে না। রক্তের একমাত্র পরিচয়;সে জীবন বাঁচায়। এই চিরন্তন মানবিক সত্যকে সামনে রেখেই আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স' সোসাইটি (WBVBDS)-এর ৩য় রাজ্য সম্মেলন। এই রাজ্য সম্মেলন কোনো সাধারণ সংগঠনিক কর্মসূচি নয়। এটি রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা, সংগঠক ও মানবিক কর্মীর অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও দায়বদ্ধতার এক সম্মিলিত প্রকাশ। নিরাপদ রক্তের অধিকারকে মৌলিক মানবিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যে দীর্ঘ লড়াই;এই সম্মেলন তারই এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বর্তমান সময়ে রক্তের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি HIV ও অন্যান্য রক্তবাহিত রোগ প্রতিরোধ, হিমোভিজিল্যান্স ও ডোনার ভিজিল্যান্সের মতো বিষয়গুলি হয়ে উঠছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী ও নিরাপদ রক্তদাতার অভাব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে;এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকি।

এই প্রেক্ষাপটে WBVBDS-এর রাজ্য সম্মেলন এক অনিবার্য প্রয়োজন। রাজ্যের ২৩টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চিকিৎসক, গবেষক, শিক্ষক, সমাজকর্মী ও যুব নেতৃত্ব একত্রিত হবেন। রক্তদান আন্দোলনের বর্তমান বাস্তবতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং নীতিগত সংস্কার নিয়ে হবে গভীর ও গঠনমূলক আলোচনা।

বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে-

- স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা বৃদ্ধির কার্যকর কৌশল।
- যুবসমাজের সক্রিয় ও ধারাবাহিক অংশগ্রহণ।
- এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বিত ভূমিকা।
- একটি শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও মানবিক রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার রূপরেখা।

এই সম্মেলনে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পরিবর্তিত বা সীমিত সংখ্যক রক্তদাতার ওপর নির্ভর না করে, আরও বেশি সংখ্যক রক্তদান শিবির আয়োজন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ রক্তের ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য বিশেষ ভূমিকা বৃদ্ধি করার জন্য জোর দেওয়া হবে। নিয়মিত, পরিকল্পিত ও মানসম্মত রক্তদান শিবির বৃদ্ধিই হবে আগামী দিনের রক্তসংকট মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর পথ। এই লক্ষ্যে সংগঠন, প্রশাসন, চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও যুবসমাজকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এই সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রক্তদান আন্দোলনকে আরও বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তোলা। শুধু আলোচনা বা আহ্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, হাতে-কলমে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রক্তদান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক টিম গঠন করা হবে। এই টিমগুলি রক্তদাতা, স্বেচ্ছাসেবক ও যুবসমাজকে রক্তদান প্রক্রিয়া, নিরাপত্তা বিধি, ডোনার কেয়ার, সেল সেপারেশন ও হিমোভিজিল্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবে। এর পাশাপাশি, পরিবর্তিত রক্তদাতাদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিকল্পিত ও নিয়মিত রক্তদান শিবির বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া হবে, যাতে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে সময়মতো নিরাপদ রক্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

এই সকল উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, জাতীয় রক্তদান আইন প্রণয়নের দাবিতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, যাতে স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান আন্দোলন একটি সুসংহত আইনি কাঠামোর মাধ্যমে আরও শক্ত ভিত পায় এবং রক্তকে মানবিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এই রাজ্য সম্মেলনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য এখানেই;এটি মানবিক মূল্যবোধকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা

করবে। এমন এক সময়ে, যখন সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ, উদাসীনতা ও বিভাজন ক্রমশ বাড়ছে, তখন এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে মনে করিয়ে দেবে-মানবতার কোনো বিকল্প নেই।

রক্তদান কোনো একদিনের কর্মসূচি নয়- এটি জীবনের প্রতি আজীবন দায়বদ্ধতার নাম। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স' সোসাইটি দীর্ঘদিন ধরে নিঃস্বার্থভাবে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে সেই আন্দোলন আরও সংগঠিত হবে, আরও শক্ত ভিত পাবে এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছবে; এই প্রত্যাশাই সকলের।

১০, ১১ জানুয়ারি ২০২৬-এই দুটি দিন কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায় চিহ্নিত তারিখ নয়। এই দিনগুলি হয়ে উঠবে মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোর এক দৃঢ় অঙ্গীকার, যেখানে রক্তের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর শপথ আবার নতুন করে উচ্চারিত হবে।

কারণ-নিরাপদ রক্ত মানেই সুরক্ষিত জীবন। আর এই বিশ্বাস নিয়েই- ''বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ।''

এই বিন্দুগুলির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে এক মানবিক, সহমর্মী ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভবিষ্যৎ। ❑

রাজ্য সম্মেলন— ২০২৬

-মিন্তেশ পোড়েল (হুগলী)

''সাগরদিঘী ডাক দিয়েছে
মানবতার মিলন-মেলায়,
জনা-কুড়ি সমাজকর্মী
তৈরি আছে হুগলী জেলায়।

জানুয়ারির ১০-১১
মিলবো সবাই একসাথে,
খুঁজে নেব কোন উপায়ে
মিলবে রক্ত দিনে-রাতে।

বন্ধু তুমি পাশে থেকো
ঘুমিয়ে যদি পড়ি আমি,
তোমার ডাকে জাগলে হৃদয়
হতে পারি সমাজকর্মী।।

এ জীবনে পেলাম সবই
ভোগ-বিলাসে ডুবছি রোজ,
একটু আধটু না হয় কোথাও
অসহায়ের নিলাম খোঁজ!!

মনের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তুলে
হৃদয়-দরজা করলে দরাজ,
জগত তোমার আপন হবে
সম্মেলনে উঠুক আওয়াজ।।

চাঁদের হাট বসবে যখন
সেই জোছনার আলো মেখে
রক্তদানের খুঁটিনাটি
সামনে থেকেই নেব শিখে।

আয়োজক জেলা মুর্শিদাবাদ
দেখবো দিঘী দেখব সাগর,
তেমন করে হাত বাড়ালে
দেখি, বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

লক্ষ্য মোদের পূরণ হবেই
সবাই সবার হাতটি ধরো,
মানবতার কাজে মোরা
বেঁধে বেঁধে থাকবো আরো''।

বর্ধমান থেকে সাগরদিঘি

- ফজলুল হক, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, WBVBDS

২০২৩ সালের শুরুটা সংগঠিত রক্তদান আন্দোলন কর্মীদের কাছে ঘটনাবহুল এবং সংকটকালীন সময়। সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনের বর্তমান রাজ্য নেতৃত্ব রাজ্য জুড়ে এক সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। যা ঐ সময় এই সংগঠন রাজ্য রক্তদান আন্দোলনে বিশেষ শক্তি হিসেবেই পরিচিত ছিলো।

সংগঠনের অভ্যন্তরে মূল নেতৃত্বের ব্যক্তিগত ঝোঁক, সাংগঠনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকা প্রভৃতি বিষয়গুলো যখন আলোচনার মধ্যে আসে এবং তখন নেতৃত্বের এক বড়ো অংশ এগুলো মানতে নারাজ ছিলেন! সংগঠন কে তাঁরা পরিণত করেছিলেন একেবারে ব্যক্তিগত সম্পদে।

ধিক ধিক করা ক্ষোভ, ফেটে পড়ে রায়গঞ্জ সম্মেলনের পর। একতরফা কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে সংগঠনের এক বড়ো অংশ। ঐ সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সংগঠনের যাতে ভাঙ্গন না ধরে তার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু, এই 'I' থেকে 'We' তে রূপান্তর ঘটানো গেল না।

দ্বিতীয় অর্ধের শুরু থেকেই নতুন সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। যার প্রথম কথা'ই ছিলো, নতুন সংগঠনে 'I' এর কোনো জায়গা থাকবে না। যা কার্য হবে, 'We' এর মতামতের উপর ভিত্তি করেই।

সেই লক্ষ্য কে সামনে রেখে নেতৃত্ববৃন্দ রাজ্য জুড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন নিজেদের মধ্যে। আলাপ-আলোচনা করেন। কখনও অনলাইনে, কখনও জেলায় গিয়ে উপস্থিত থাকা ব্লাডসেন্টারে যোগাযোগ করে। কখনও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যাতে নতুন সংগঠন কে পাকাপোক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো যায়। এর মধ্যেই অনুপ্রেরণা রক্তদান সংগঠনের উদ্যোগে দুর্গাপুরে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালায় রাজ্যের রক্তদান আন্দোলনের একটা বড় অংশ উপস্থিত হন এবং এক নতুন সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মশালাতে রাজ্যের "blood safety" বিভাগের তৎকালীন জয়েন্ট ডিরেক্টর ডাঃ বরুন সাঁতরা 'টিফিন ফী বৃদ্ধির' কথা ঘোষণা করেন যা ছিল আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবী। ঐ সভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হবে, কিন্তু চূড়ান্ত কিছু হয়নি। তখনও অনেকের বক্তব্য ছিল আরও কিছুদিন অপেক্ষা, আলোচনা যাতে সংগঠন না ভাঙে কোনভাবেই। কিন্তু ভাঙ্গন থেকে বার করা গেলো না, খেয়াল খুশি মতো নেতৃত্বের পরিবর্তন থেকে শুরু করে সংগঠক দের নানান প্রলোভন সব কিছুই জারি ছিল। অনেকেই প্রথমের দিকে আমাদের সাথে থাকলেও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না। বিবেকানন্দের কথা মত 'চরৈবেতি' কে মূল মন্ত্র করা হয় সংগঠনের। 'I' থেকে 'We' র মনোভাব নিয়ে গড়ে তোলার লড়াই শুরু হলো। অক্টোবর মাসে আসানসোলে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষে রাজ্যের রক্তদান আন্দোলনের সংগঠকরা মিলিত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমাদের নতুন সংগঠন সম্মেলন করেই ঘোষণা করা হবে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন পদ্মশ্রী ডঃ অরুণোদয় মণ্ডল মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক। সভাতে কিছু মূল সিধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১। ২০২৪' র মার্চ মাসে বর্ধমান শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

২। সংগঠন গড়ে তোলার জন্য ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল মহাশয়কে সভাপতি করে, কবি ঘোষকে আহ্বায়ক করে মোট ২৩ জনের প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। যাদের দায়িত্ব হবে সংগঠনের রূপরেখা তৈরী করা। রাজ্যের সব জেলার সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করা। সংগঠনের নাম হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি (W.B.V.B.D.S.)

আসানসোলের সভার সিদ্ধান্ত মতো দুই বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতে বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে প্রথম সভা হয়। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সম্মেলন কে সফল করার জন্য বর্ধমান শহরের জনস্বাস্থ্য ও রক্তদান আন্দোলনের কর্মীসহ চিকিৎসক, শিক্ষক, সামাজিক

কর্মীদের নিয়ে জানুয়ারি মাসে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হবে।

বর্ধমান মিউনিসিপাল হাই স্কুলের রাজেন্দ্র ভবনে অভ্যর্থনা সমিতির গঠনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ২'রা এবং ৩'রা মার্চ বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়ামে আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জানুয়ারি থেকেই সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়।

একদিকে প্রতিনিধিদের থাকা, খাওয়া, হল, প্রচার নানান অনুসঙ্গিক বিষয় যা সম্মেলন কে কেন্দ্র করে করতে হয়, অন্যদিকে রাজ্য জুড়ে রক্তদান আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংগঠন, ব্যক্তি, সম্মেলনের বক্তা, অতিথি বক্তাদের সাথে যোগাযোগ করে সম্মেলন কে সফল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যাতে প্রথম সম্মেলন প্রতিনিধিদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসন, পৌর সভা, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোপরি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

রাজ্য নেতৃত্ব জানান সম্মেলনে আনুমানিক প্রতিনিধি থাকবে ৩০০জন এবং সেই মতো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সম্মেলন মঞ্চের নাম হয় আমাদের দেশের রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব প্রয়াত দেবব্রত রায় এর নামে।

বহু আকাঙ্খিত ২'রা মার্চ সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রথম সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনে অন্য রাজ্যের অতিথিরা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিনিধির উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্যদপ্তরের আধিকারিক বৃন্দ সহ বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের কথা বলেন। প্রায় ২০ ঘন্টা ধরে সম্মেলনে রাজ্যের সমস্ত জেলার প্রতিনিধিরা আগামী দিনে রক্তদান আন্দোলন সংগঠনকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তাঁদের অভিমত বিবৃত করেন। সবার সুর এক সুরে মিলে যায়। সংগঠনকে 'I' থেকে 'We' এ পরিণত করতে হবে। 'I' র বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের সংগঠন তৈরী হয়েছে। প্রথমদিনে প্রতিনিধি আলোচনার পর রাত্রি ১১-টার সময় অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য নেতৃত্বের সভা যা চলে ভোর রাত পর্যন্ত। সবার সম্মিলত আলোচনার পর আগামী রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত করা হয়।

'রক্তদান জীবনদান' 'রক্তদান করুন নিজে সুস্থ থাকুন, অন্যকে সুস্থ রাখুন'। 'আপনার এক ইউনিট রক্তে বাঁচতে পারে তিনজন'। 'কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনোস্কতা গড়ে তুলুন'। এই বার্তা নিয়ে এক ঐতিহাসিক পদযাত্রা, ৩'রা মার্চ বর্ধমান শহর দেখলো। এক অন্যরকমের প্রচার। প্রতিনিধিরা মিলিত হন আবার সম্মেলন মঞ্চে। শহরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগীত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন থেকে পদ্মশ্রী ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডলকে সভাপতি এবং কবি ঘোষ কে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে পতাকা অবনমণ করে পরবর্তী সংগঠক জেলা বীরভূমের হাতে পতাকা দিয়ে অবনমণ অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদের নাচ, ঢাকঢোলের শব্দে যেন সজীবতা আর প্রাণের বার্তা বহন করেছিল। সম্মেলন থেকে দু বছরের জন্য রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হন। 'রক্তদান শিবির বাড়াও, নতুন রক্তদাতা সংগঠন খুঁজে বের করো, বেসরকারি নয় সরকারি ব্লাড সেন্টারে রক্তের মজুত ভান্ডার বৃদ্ধি করো'।

আসানসোলে ২৩-এ অক্টোবর আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার বাস্তবায়ন হলো বর্ধমান শহরের ৩'রা মার্চ ২০২৪ তারিখে।

বর্ধমান থেকে বোলপুর

বর্ধমান শহরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি প্রায় ৩০০ দিন ধরে বাস্তবায়ন করার পরে আমরা আবার দ্বিতীয় সম্মেলনে মিলিত হয় লালমাটির দেশ রবীন্দ্রস্মৃতি বিজরিত বোলপুর শহরে। অগাস্ট মাসে আমরা বোলপুর ডাক বাংলোর সভাগৃহে একত্রিত হয় দ্বিতীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির গঠনের সভায়। জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপস্তিতি তে বীরভূম জেলা তথা বোলপুর শহরে সমাজের সব অংশের উপস্থিতি এবং আমাদের রাজ্য কমিটি সদস্যদের উপস্থিতি সমিতি গঠনের সভাকে বাড়তি গুরুত্ব দেন। বীরভূম জেলার রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্বে শুরু হয়

. সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ। প্রথম সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বর্ধমানে প্রথম সম্মেলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবারেরও সম্মেলন হবে তিনদিনের। সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এইবার সম্মেলন হবে ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি ২০২৫। প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মতো আমরা আমাদের রাজ্য রক্তদাতা সংগঠনের নতুন বন্ধু খোঁজার চেষ্টা করি। সেইমতো সব জেলাতেই আমাদের সাথে নতুন নতুন সংগঠন যুক্ত হয়। সেদিন 'I'এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা "We"র সংগঠন করি। ২০২৫' সালের শুরুতেই রাজ্যের সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দুটি বিষয়কে নিশ্চিত করতে হবে।

গরমের সময় রাজ্য জুড়ে রক্তের সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য শিবির বৃদ্ধি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। ব্লাড সেন্টারের সাথে সমন্বয় বাড়াতে হবে, একইভাবে উৎসবের সময় যাতে রক্তের যোগান থাকে তার প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের সদস্য সংগঠনের সংগঠকদের মধ্যে রক্তদান ও রক্তদাতা বৃদ্ধির সংক্রান্ত শিক্ষা শিবির করতে হবে। রাজ্য নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সম্মনয় করে এই কাজ করেন। দক্ষিণ বঙ্গে আমাদের প্রভাব থাকলেও উত্তর বঙ্গের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা বারে বারে আলোচিত হয়েছে। তাই উত্তরবঙ্গ কে পাখির চোখ করে সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ধারাবিক ভাবে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও শিক্ষা শিবির, কোথাও পদযাত্রা, কোথাও বন্ধু সংগঠনের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সাথে উত্তরবঙ্গের ব্লাড সেন্টার গুলোতে উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে দরবার করা। উত্তরবঙ্গে দুটি ব্লাড সেন্টার গড়ে তোলার দাবীকে জনপ্রিয় করার কাজ আমাদের সংগঠনে ধারাবিক ভাবে করা হয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করি রক্তদান আন্দোলনের সংগঠকদের নিজেস্ব মতামত থাকা উচিত। রাজ্য কমিটিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের মুখপত্র চালু করবো এবং এই কাজ করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ব্লাড সেন্টার, মেডিকেল কলেজ, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক সহ রক্তদান আন্দোলনের সংগঠকদের কাছে সারা রাজ্যের খবর এবং নানান জনস্বাস্থ্য বিষয়ক লেখা পৌঁছে দিতে হবে। সবার মতামত নিয়ে আমাদের মুখপত্রের নাম ঠিক করা হয়। 'জীবনবার্তা'। প্রথম সম্মেলনের পর থেকেই অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সংগঠনের উদ্যোগ ১, ২২, ৭০৬ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয় সারা রাজ্যে।

আমাদের দাবী মতো রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর চালু করেন কেন্দ্রীয় ভাবে ৭৫ বারের বেশি যাঁরা রক্তদান করেছেন তাঁদের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে স্বীকৃতি দেওয়া এবং একই ভাবে ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক ২৫ বারের বেশি রক্তদাতাদের সম্মানিত করা হবে। আমরা উপলব্ধি করেছিলাম সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যে বেসরকারি ব্লাড সেন্টার গুলো নানান প্রলোভন দেখিয়ে, কোথাও রক্তদাতাদের উপহার এমনকি নগদ অর্থও এবং সংগঠকদের এককালীন অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে শিবির সংগঠিত করার প্রবণটা বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠন ধারাবিকভাবে লড়াই চালাচ্ছিল পাশাপাশি একাংশ সরকারি ব্লাড সেন্টারের রক্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে ব্লাডসেন্টার থেকে রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার, তাঁদের উদাসীনতা রক্তদান শিবিরে সংগঠকদের সরকারি ব্যবস্থার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে। জানিনা, দুই সরকারের চিকিৎসাক্ষেত্রের নীতির ক্ষেত্রে একই অবজ্ঞার কারণে ব্লাড সেন্টারের কর্মীরা উৎসাহিত হচ্ছেন কিনা ? তাই আমাদের লড়াই, উপহার বিহীন শিবির করতে হবে যারা এই কাজ করেছেন তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে সাথে সাথে সরকারি ব্লাড সেন্টারকে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে হবে। শিবিরের নির্দিষ্ট সময়ে টিফিন এবং প্রচারের জন্য অর্থ শিবির শেষে দিতে হবে নাহলে অন্ত্যত তিন সপ্তাহের মধ্যে দিতে হবে যাতে সরকারি ব্লাড সেন্টারে নিয়মিত রক্তের যোগান থাকে।

এই ধরনের বিষয়গুলি সামনে রেখে আমরা ধারাবাহিক আন্দোলন এবং জেলা ও রাজ্য স্বাস্থ্য

দপ্তরের কাছে তদবির, দাবী সনদ পেশ করার কাজ ধারাবহিক ভাবে করে চলেছি।

২০২৫ সালে জানুয়ারি মাসে বোলপুর শহরে আমাদের সম্মেলনে সারা রাজ্যের ২৩টি জেলার ৪০০ প্রতিনিধি মিলিত হয়। সম্মেলনে পতাকা উত্তলন করেন আমাদের রাজ্য সভাপতি। এই সম্মেলনেও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের আসাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খন্ড, বিহারের বন্ধু সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন মনজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিনিধিদের সমস্যা ধরে ধরে আলোচনা। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা সভাপতি জেলায় CMOH এবং আমাদের উপদেষ্টা অংশ যোগ দেন। এই সম্মেলনে আমাদের মুখপাত্র 'জীবনবার্তা' পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যর স্বাস্থ্য অধিকর্তা।

সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী দু বছর অন্তর কমিটির পরিবর্তন হয়, তাই মূল কমিটির পরিবর্তন না করে কাজের সুবিদার্থে রাজ্য কমিটিতে নতুন কয়েকজনকে যুক্ত করা হয়। বোলপুর সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত হয়, মুর্শিদাবাদ জেলা। সংগঠনের রীতি অনুসারে পতাকা অবনমণ এবং পরবর্তী সম্মেলনের সংগঠকের হাতে পতাকা তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষনা হয়। সম্মেলনের অন্যতম সিদ্ধান্ত গুলো হলো

১। বন্ধু খোঁজো সংগঠন বাড়াও।

২। বন্ধ করো বেসরকারি শিবির, বৃদ্ধি করো সরকারী ব্লাড সেন্টারের পরিকাঠামো ও পরিষেবা।

৩। প্রত্যেক মহাকুমা হাসাপাতালে ব্লাড কম্পোনেন্ট ও সেপারেশন ইউনিট চালু করতে হবে।

৪। রাজ্যে সরকারী ব্লাড সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। ২৫ সালে ১,৫০,০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করতে হবে।

৬। জাতীয় রক্ত আইন চালু করতে হবে।

বোলপুর থেকে সাগরদিঘী

কালের নিয়মেই নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত এবং নতুন সদস্যদের সাথে নিয়ে পথচলা মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম বেসরকারি ব্লাড সেন্টার কে আইনি আওতায় আনতে হলে চাই, 'জাতীয় রক্ত আইন'। ১৯৪০ র ড্রাগস এণ্ড কসমেটিকস আইনের উপর নির্ভর করে আজও রক্তদান, ব্লাড সেন্টার ও রক্ত সংগ্রহের কাজ পরিচালিত হয়। কিছু বিধির S.O.P উপর নির্ভর করে ব্লাড সেন্টারগুলো পরিচালিত হয়। NACO র কিছু প্রোটোকল এবং বিধি দিয়ে রক্ত নিয়ে গড়ে ওঠা বাণিজিক চক্রের বিরুদ্ধে অসম লড়াই, সে রক্ত নিয়ে কালো বাজারি কিংবা ব্লাড সেন্টারের নিয়ম না মানা ঝোঁকের বিরুদ্ধে জাতীয় রক্ত আইন'ই পারে মূল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই আমরা রাজ্য জুড়ে NBA চালুর দাবিতে প্রচার সংগঠিত করতে থাকি। আমাদের দাবী সনদের পিছনের দিকে থাকা দাবীকে সামনে আনা।

আমরা রাজ্যের সভাতে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করি NBA র কথা সামনে আনতে হলে ব্যাপক প্রচার গড়ে তুলতে হবে, প্রথমেই ঠিক হয় মে মাসে একটি কেন্দ্রীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার মানিকতলা ব্লাড সেন্টারে। সেই মতো আমরা কনভেনশন সফল করার উদ্যোগ করি। আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে খসড়া আইন তৈরির প্রস্তাব রচনা করি। চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিতিতে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সংবাদ মাধ্যম গুরুত্ব দিয়ে এই সংবাদ প্রকাশ করে।

এইবার লক্ষ্য ১,৫০,০০০। বোলপুর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মত লক্ষ্য পূরণের উদ্যেশ্য নিয়ে এবার জেলা সফর। জেলা নেতৃত্ব সাথে নিয়ে আমরা আরো নির্দিষ্ট করলাম ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক কর্মী বাহিনী গঠন করার জন্য নূনতম ১০জন সংগঠক কে নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে যারা হবেন আমাদের সংগঠনের প্রাণ কোষ এবং প্রাণকোষদের নিয়ে গঠিত হবে জেলা স্তরে কমিটি যারা রাজ্যের রক্তদান আন্দোলনকে 'তৃণমূল স্তর থেকে' শক্তিশালী করবেন সেই লক্ষ্যে ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক কমিটি, জেলা কমিটি গঠনের কাজ আমরা সারা বছর ধরে করে চলেছি সারা রাজ্যে।

পুজোর আগেই মুর্শিদাবাদে নেতৃত্ব অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করেন এবং সভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আগামী ১০ এবং ১১ই জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের

সাগরদিঘিতে আমাদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এই সময় কালেই আমরা মিলিত হয় পশ্চিমবঙ্গর মাননীয় রাজ্যপাল ডাঃ সি. ভি. আনন্দর সাথে। রাজ্যপালের মাধ্যমে 'জাতীয় রক্তদান আইন' তৈরির দাবীকে রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের কাছে পাঠানোর জন্য। আমাদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে এককালীন ১লক্ষ টাকার সাহায্য করেন উনি, যা আমাদের সংগঠনর মুকুটে এক নতুন পালক।

আমাদের নেতৃত্ব উপলব্ধি করেন কেবলমাত্র রক্তদান আন্দোলন কিংবা রক্তদাতা বৃদ্ধি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করতে হবে তবে যা আমাদের সংগঠনের গঠন তন্ত্রে উলেখ আছে এই কর্মসূচি রূপায়নের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হলো আমাদের সংগঠকদের সাথে কলেজ স্তরের NCC ও NSS কে যুক্ত করা যাঁদের থেকেই তৈরি হবে নতুন রক্তদাতা এবং সংগঠক।

থ্যালাসেমিয়া নির্ণয়ক যে টেস্ট গুলো করা হতো, তা উল্লেখ যোগ্য ভাবে কমে গেছে, ফলে রোগের উৎস মুখ চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এইডস রোগের বাহকরা কোনোকোনো ক্ষেত্রে না জেনে শিবিরে কিংবা ব্লাড সেন্টারে গিয়ে রক্তদান করছেন ও এইডস আক্রান্ত বিসাবে চিহ্নিত হচ্ছেন। আমরা ঠিক করি আমাদের রাজ্যে 'AIDS Control Programme' এর সাথে যুক্ত হবো। রাজ্যের যেকোনো প্রান্তের কর্মসূচী রূপায়নের মুরোদ আমরা অর্জন করেছি। রাজ্যের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা রাজ্য এইডস নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে পদযাত্রা ও প্রচার শিবির করার প্রস্তাব দিই। পর্ষদ অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের পাঁচটি জেলায় এই কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব দ্যান। জেলাগুলো হলো, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ.... এছাড়াও আমাদের নিজেদের উদ্যোগে ৩ টি জেলা, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করি।

এই কর্মসূচী রূপায়নের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হলো, আমাদের সংগঠনের সাথে কলেজ স্তরের N.C.C এবং N.S.S কে যুক্ত করা যাঁদের থেকে তৈরি হবে নতুন রক্তদাতা ও সংগঠক।

মুর্শিদাবাদ জেলা তাঁদের সম্মেলন সফল করার জন্য জেলার ব্লাড সেন্টার ভিত্তিক পদযাত্রা, অর্থ সংগ্রহ, দেওয়াল লিখন করেছে। প্রতিটা ব্লাড সেন্টারে পদযাত্রা এবং কনভেনশনে যুবক যুবতী দের অংশগ্রহণ আমাদের ভরসার স্থল কে মজবুত করেছে।

২০২৫এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর আমরা যে শক্তি সংগ্রহ করলাম তাকে উন্নত করার জন্যই আগামী তৃতীয় সম্মেলনের সব প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় আমরা আরো সমৃদ্ধ হবো। রাজ্যের মধ্যে আমরা সর্ব বৃহৎ সংগঠন যারা বছরে ১, ৫০, ০০০ রক্তদাতাদের পরিবার গঠন করেছে। এখনো আমাদের বাইরে আরো রক্তদাতা আছেন সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১৭ লক্ষ। রক্ত সংগৃহীত হয়, হিসাবের সুবিধার জন্য যদি ধরেও নিই, ৫ লক্ষ রক্তদাতা রক্তদান করেন তাহলেও এক বিরাট সংখ্যক রক্তদাতাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। এবারের ডাক হোক Reach to the unreached। সে ব্যক্তি হতে পারেন কিংবা সংগঠন হতে পারেন। আমাদের লক্ষ স্থির রেখে আমাদের এই কাজ করতে হবে আমরা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছি তাঁদের বেশিরভাগ যৌবন অতিক্রম করেছি 'মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন' গান শুনে, অথচ এখনকার প্রজন্ম শেখাচ্ছে, 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'।

আমাদের দেশ সহ তামাম দুনিয়া দেখছে Gen Z দের শক্তি তাঁদের আরো বেশি বেশি করে রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে সংগঠনের শ্রী বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। শিশুকালের সেই অমোঘ কাহিনী ''সকলের তরে সকলের আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে''-এই বিশ্বাস কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ❑

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য (২০২৫)

"স্পর্শ"

"আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ
এসেছিল এই ধরায়......... ,
ক্রমেই দেখি আগ্নেয়গিরির মতো
দিকে দিকে তা ছড়ায় ।।

সুপ্ত সে বীজ, সবে অঙ্কুরিত
শিশুর মত ছিল না কোন ধর্ম- জাতি,
প্রতি শাখায় ছিলো বেড়ে ওঠার স্পর্ধা
আজ যা বনস্পতি।।

দুরন্ত সে উচ্ছ্বাস ছিল মনে
জোতদার -ইংরেজের কাছে নোয়াইনি মাথা,
নিজ-অধিকার ছিনিয়ে নিতে
আগামীর কাছে রেখে গেছেন বার্তা।

১৮ বছর বয়স জানেনা কোন ভয়
এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য,
আজও দিকে দিকে কত মানবিক মুখ
কিশোর কবি, দেখে গেছেন কত স্বপ্ন।

কবির দেখানো পথের পথিক হতে
ভারী সাধ জাগে মোর মনে,
মানবতার কাজে জোট বাঁধি সবে
জন্মশতবর্ষের শুভ সন্ধিক্ষণে"।।

- মিন্তেশ পোড়েল (হুগলী)

"রক্তদান জীবনদান"

- মনিরুদ্দিন মোল্লা (মহিদাপুর, ভীরভূম)

পৃথিবীর গান,
সে তো মানুষের গান।
সাত সুরের সেই গানের
এক সুর স্বেচ্ছায় রক্তদান।

হেথায়,হোথায়, হাসপাতালে
মরছে কত, ধুঁকছে কত, রক্ত বিনে।
দেখছে মানুষ, অবহেলায় প্রাণ চলে যায়।
রক্ত বিনে মরছে মানুষ
শহর-নগর-গ্রামগঞ্জে।

ভাবতে হবে একলা বসে
রক্ত বিনে অসুস্থ যে জন,
মানুষ সবাই, হয়ত ভাই নয়ত বোন।
আমরা হব প্রয়োজনের প্রিয়জন।

সব জিনিসের দাম আছে ভাই,
কম বা বেশি নয়ত সমান।
রক্তের দাম যায় না দেওয়া,
রক্তদান জীবন দান।

রক্তদান জীবনদান
এই কথাটি ভেবে ভাই ;
রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে
আমরা সবে শিবিরে যাই।

মানুষ মানুষের জন্য।
রক্ত রক্তের জন্য।
পৃথিবীর সেরা দান
স্বেচ্ছায় রক্তদান।

নিরাপদ রক্ত, সুরক্ষিত জীবন

- ডাঃ পল্লব কুমার দে

"নিরাপদ রক্ত, সুরক্ষিত জীবন" একটি জীবনরক্ষাকারী স্লোগান, আমাদের মত জনস্বাস্থ্য জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীর কাছে যার অর্থ হলো নিরাপদে রক্ত দান এবং গ্রহণ করা। একজন সুস্থ ব্যক্তি যখন রক্ত দান করেন, তখন এটি অনেক জীবন বাঁচাতে পারে। রক্তদানের আগে, রক্ত পরীক্ষা করা হয় যাতে এটি নিরাপদ হয় এবং এর মাধ্যমে এই নিশ্চিত করা হয় যে এটি গ্রহীতার জন্য নিরাপদ। নিয়মিত রক্তদান করলে নতুন রক্ত কণিকা তৈরিতেও সাহায্য করে, যা নিজের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

সাধারন মানুষের কাছে এককথায় নিরাপদ রক্তদানের গুরুত্ব জীবন বাঁচানো একজন রক্তদাতা তিনটি জীবন বাঁচাতে পারেন, কারণ একটি রক্তদান থেকে লোহিত রক্তকণিকা, প্লাজমা এবং প্লেটলেট আলাদা করা যায়।

সুস্থ শরীর রক্তদানের পর শরীরের 'বোন ম্যারো' নতুন রক্তকণিকা তৈরি করতে উদ্দীপ্ত হয় এবং ১/২ সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্তকণিকা তৈরি হয়ে যায়।

নিরাপত্তা নিশ্চিত রক্ত সংগ্রহের পর বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয় যেমন HIV, হেপাটাইটিস, এবং ম্যালেরিয়ার জন্য, যা নিশ্চিত করে যে রক্ত গ্রহণকারীর জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রশ্নেই আমাদের লড়াই। সেই জন্যই আমরা চাই ১০০ শতাংশ স্বেচ্ছা রক্তদান, না শুধু রক্তদান নয় "একদম সুস্থ মানুষের" স্বেচ্ছায় রক্তদান। নিরাপদ রক্ত বলতে আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝি, যে রক্তে কোন বিপদ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সিনেমা ইত্যাদির দৌলতে সাধারণ মানুষের মনে আজও এই ধারণা আছে যে রক্ত মানেই একটি জীবন দায়ী ব্যাপার, যেটা অত্যন্ত সংকট জনক মুহূর্তে নায়কোচিত ব্যক্তিরাই দান করেন মুমূর্ষু কোন ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য। রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিরা একই স্থানে পাশাপাশি দুই বিছানায় রক্ত দিচ্ছেন ও নিচ্ছেন এই দৃশ্যও খুব বিরল নয়। অর্থাৎ রক্তে আর যাই হোক যিনি দিচ্ছেন, রক্তাল্পতা জনিত কারণে তাঁর বিপদ হতে পারে, কিন্তু যিনি নিচ্ছেন তাঁর কাছে ভগবানের এক আশীর্বাদ- সেখানে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকতেই পারেনা। কিন্তু যারা আমরা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত তার সকলেই জানি এই বিষয় টা এই ভাবে হয়না। রক্তের ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানের অনেক উন্নতির পরেও আজও বলা যায় "পৃথিবীতে কোন রক্তই ১০০ শতাংশ নিরাপদ নয়"!

নিরাপদ নয় এই প্রশ্নের বিজ্ঞানগত দিক থেকে অনেক জঠিল তত্বের অবতারণা না করেও অত্যন্ত সহজ ভাবে বলা যায় যে, রক্ত একটি সজীব বস্তু হওয়ার জন্য প্রকৃতিগত দিক থেকে সবার কাছে ১০০ শতাংশ গ্রহন যোগ্য বা 'নিরাপদ' হতে পারেনা। এছাড়া নীতিগত দিক থেকে সংবহনের দ্বারা সংক্রমণের জীবাণু আমাদের দেশে পাঁচ ছয়টি করানো হলেও বহু উন্নত দেশে সংখ্যাটি ১০০-১৫০ ছাড়িয়ে যায়। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের দেশে আমরা বাকীগুলির পরীক্ষাই করিনা। তাস্বত্ত্বেও পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমান করা সম্ভব যে আমাদের দেশেই অন্যান্য রাজ্যের তুলনার পশ্চিমবঙ্গে সংবহন সংক্রমণের ঘটনা সামগ্রিক ভাবে ১ শতাংশের ও কম। আলাদা করে বললে আরো কম দেখাবে। উদাহরণস্বরূপ ২৭.১২.২০২৪ তারিখে সকালে পশ্চিমবঙ্গে এই সংবহণ সংক্রমণের পরিমান ছিল সামগ্রিক ভাবে ০.৭৬ শতাংশ, (হেপাটাইটিস বি ০.৪৩৫%, হেপাটাইটিস সি ০.১৫৮%, এইচ আই ভি ০.০৬১%, ম্যালেরিয়া ০.০%, সিফিলিস ০.১১৭%) এই পরিসংখ্যা বা অনুপাতগুলি ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যগুলির থেকে অনেক কম কারন সরকারি ব্লাড সেন্টার এ এই পরীক্ষা করে তবেই রক্ত সঞ্চালন করার ছাড়পত্র মেলে। Windrow Period বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটা কথা আছে, যেখানে পরীক্ষা করলও, এই রোগ রক্তে থাকলো, সবসময় টেস্ট এ ধরা পড়ে না।

সেই রক্ত যখন কোন রোগী গ্রহণ করে তখন সেই রোগী সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রুগির সুরক্ষিত জীবন অশিক্ষিত হয়ে যায়। এই উদাহরণ অনেকেই আছে। সেই জন্যই সকলের সম্মিলিত করে চেষ্টা করতে হবে যাতে নিজেদের জীবন আগে থেকেই সুরক্ষিত থাকে।

উপরের একটা ছোট্ট পরিসংখ্যানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে এখনও এইচআইভি পজিটিভ রক্ত দাতার সংখ্যা বর্তমান। যদিও এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রক্ত দান করতে পারেন না তো হল সেই রক্ত ব্লাড ব্যাংকে আসছে কি করে? তার দুটো কারণ হতে পারে, ১) হয় যিনি রক্তদান করছেন তিনি রোগের রোগাক্রান্ত কিন্তু তিনি জানেন না অথবা ২) তিনি জেনে শুনে রোগকে লুকিয়ে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য রক্তদান করছেন। দুটোই আমাদের সমাজে ভয়ংকর। এই দুটো বিষয়ে লড়াই করার জন্যই দরকার সঠিক রোগ নিয়ে জনসচেতনতা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট পাঁচটা জেলায় এই রোগাক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি - কলকাতা,হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

এইচআইভি ছড়ানোর প্রধান কারণ-

১। অরক্ষিত যৌনমিলন এটি এইচআইভি সংক্রমণের সবচেয়ে সাধারণ কারণ।

২। রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত রক্ত বা রক্তের উপাদান অন্যের শরীরে প্রবেশ করলে।

৩। মা থেকে শিশুতে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা বুকের দুধের মাধ্যমে।

৪। সংক্রামিত সূঁচ বা সিরিঞ্জ ভাগাভাগি মাদক সেবনের জন্য সূঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে।

৫। অপরিণত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ছিদ্র বা ট্যাটু করার জন্য অপরিণত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হলে।

এই রোগ (এইচআইভি) যেমন কোন ভাবেই ছড়ায় না- বায়ু, জল, বা খাদ্য ভাগাভাগি করার মাধ্যমে। সাধারণ স্পর্শ, যেমন - আলিঙ্গন বা হাত মেলানো, চুম্বন, একই টয়লেট বা খাবারের পাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। মশা বা অন্য কোনো পোকামাকড়ের কামড সেই রকম এই রোগের সঠিক চিকিৎসাও আছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত ২০২৫ সালের বিশ্ব এইডস দিবসের থিম হলো ক্ষ্মব্যঘাত কাটিয়ে ওঠা, এইডস প্রতিক্রিয়ার রূপান্তরক্ষ্ম। এই থিমটি এইডস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে এর মোকাবিলায় সম্প্রদায়ের ভূমিকার উপর জোর দেয়।

থিমের মূল বক্তব্য এইডস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গত কয়েক দশকের অগ্রগতি থেকে শিক্ষা নিয়ে, বিশ্ব সম্প্রদায় ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং এইডস-এর নির্মূলীকরণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত।

এই থিমটি সাধারণ জনগণ কে সচেতন করবে এবং রোগ ও রুগির সাথে বৈষম্য দূর করার উপর জোর দেয়, যা ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস-এর প্রতিকারকে রূপান্তর করতে সাহায্য করবে। নিজের জীবন কে সুরক্ষিত রাখার সাথে সাথে মানব সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে এই রোগের বিরুদ্ধে আরো বেশি জনসচেতনতা গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। National AIDS Control Organisation (NACO) ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সহায়তায় West Bengal Voluntary Blood Donors' Society এর উদ্যোগে আগামী কাল ১ লা ডিসেম্বর থেকে ১৫ ই ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের ৭ টি জেলা মুর্শিদাবাদ হাওড়া, হুগলি বীরভূম পূর্ব বর্ধমান উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এক মহতী কর্মসূচি "জীবনের জন্য হাঁটুন" বিপুল উৎসাহ ও উদ্দিপনা এর সাথে অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মসূচির রূপায়িত করার জন্য অংশগ্রহণ কারী ও সহায়তা প্রদান কারী সংশ্লিষ্ট সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। এই কর্মসূচি তে আমাদের আহবান সমাজের সকল মানুষের প্রতি আমাদের আহ্বান আসুন রোগ সম্পর্কে একটু ভয় ভীতিগস্ত না হয়ে নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখুন, অপরকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করুন। একটা কথা মনে রাখতে হবে নিরাপদ রক্ত আগামী তে সুরক্ষিত জীবনের সোপান, তাই

"SAFE BLOOD, SAVE LIFE"

সংগঠনের আয়না

- **উৎসবের অর্ঘ্য হোক রক্তদান-**

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলির মাধ্যমে রক্তদানের প্রচারের দাবিতে ২৯/৭/২৫ মুখ্য সচিবকে চিঠি দেওয়া হয় এবং জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। 'উৎসবের অর্ঘ্য হোক রক্তদান' থিম সং ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উৎসবকালীন সময়ে বিভিন্ন জেলায় সফল রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষত হুগলি ও হাওড়া (নিম্ন দামোদর অঞ্চল) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। চন্দননগরে হুগলী জেলার বিশেষ সাংগঠনিক কর্মশালায় জয়েন্ট সেক্রেটারিকে দিয়ে রক্তদানের বিশেষ ক্যালেন্ডার উদ্বোধন ও থিম সঙ্গীত প্রকাশিত করা। তারপর চন্দননগর শহরে একটা সুসজ্জিত মিছিল সংগঠিত হয়। পূজা মিটে গেলে বাঙালি পরম্পরা বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করা। ব্লাড সেন্টার এর সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করার কর্মসূচি হুগলি, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতার বড় ব্লাড সেন্টারে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

- **'নিরাপদ রক্তের জন্য চাই জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন' কর্মসূচি-**

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি (WBVBDS) দীর্ঘদিন ধরেই একটি সর্বভারতীয়, আধুনিক ও মানবিক জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন প্রণয়নের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন ও জনসচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে আসছে । সংসদে ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিল ২০২৫ উত্থাপিত হওয়া ভারতের স্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই বিল উত্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও স্বেচ্ছা রক্তসঞ্চালনকে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে । আমরা লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি।

জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে WBVBDS রাজ্যজুড়ে ধারাবাহিকভাবে রাজ্যস্তরের সম্মেলন, জোনভিত্তিক আলোচনা সভা, রক্তদাতা, চিকিৎসক ও সমাজকর্মীদের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভা আয়োজন করে রাজস্তরে একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলে । ২০২৫ সালের ১২ আগস্ট পদ্মশ্রী ডা. অরুণোদয় মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিল প্রণয়নের জন্য সুস্পষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করেছে । ১৮ই আগস্ট ২০২৫ মাননীয়া রাষ্ট্রপতি মহদয়ার কাছে এই বিষয়ে দৃস্টি আকর্ষণ করে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রক্তদানের প্রবাহ জোরদার ও National Blood Act চালুর দাবিতে ধারাবাহিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

৬/৯/২৫ কোচবিহার CMOH হল ।

৭/৯/২৫ কামাক্ষাগুড়ি (আলিপুরদুয়ার) ।

৮/৯/২৫ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার সংশ্লিষ্ট জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় সভাগুলি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

- **রাজ্য ও জেলা স্তরের অধিবেশন ও কর্মশালা ঃ**

২৭/৭/২০২৫ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর শহরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বর্ধিত রাজ্য অধিবেশন ও মুর্শিদাবাদ জেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সফল আয়োজনের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন।

৩/৮/২০২৫ মেজিয়া (বড়জোড়া ব্লক)-এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তর বাঁকুড়া দামোদর জোন ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি গঠন করা হয়েছে।

১০/৮/২০২৫ চন্দননগর শহরে হুগলি জেলার কর্মশালা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এই কর্মশালায় স্বাস্থ্য ভবনের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ বিজয় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহকারী অধিকর্তা শ্রী স্মরজিৎ রায় এবং হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মৃগাঙ্ক মৌলি কর উপস্থিত ছিলেন।

৫/৯/২৫ জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১/১০/২০২৫ ইলামবাজারে বীরভূম জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির উদ্যোগে একদিনের জেলা স্তরের শিক্ষা শিবির ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের জেলা কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩শে নভেম্বর ২০২৫ রবিবার মেদিনীপুর কলেজের সভাঘরে । জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩০০জন প্রতিনিধি কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। সকালে শহরে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হয়েছে। স্বেচ্ছায় রক্তদানে মানুষকে আরও বেশি উৎসাহিত করতে হবে, সম্মেলন থেকে কর্মীদের এই বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

২১শে ডিসেম্বর ২০২৫ পুর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ায় জয়কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জুবিন গর্গ নামাঙ্কিত মঞ্চে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি'র পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- **স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন ঃ**

'রক্তদান দেশপ্রেমের প্রতীক, দেশের ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য রক্তদান করুন' শীর্ষক কর্মসূচি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- **NBTC বিশেষ আহ্বান এ কর্মসূচি ঃ**

"Swash Nari, Sashakt Parivar "- ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উত্থাপিত "Swasth Nari, Sashakt Parivar" জাতীয় উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি (WBVBDS) ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আয়োজিত এই জাতীয় অঙ্গীকার কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের সংগঠন নারীস্বাস্থ্য, নিরাপদ রক্তদান, থ্যালাসেমিয়া ও রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সক্রিয়ভাবে বিশেষ প্রচার গড়ে তুলেছে। My Gov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমরা এই বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছি যে - ''স্বেচ্ছা রক্তদান জীবনের সুস্থতার অন্যতম মাপকাঠি"। বিশেষত নারী ও কিশোরী মেয়েদের রক্তদানে উৎসাহিত করে আমরা বিশ্বাস করি, সুস্থ নারীই গড়ে তুলতে পারেন একটি শক্ত ও সুস্থ পরিবার, আর সেই পরিবারই সুস্থ সমাজের ভিত্তি।

- **বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনঃ**

''নিরাপদ রক্ত , সুরক্ষিত জীবন" (Safe Blood Save Lives) বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি (WBSAP & CS)-এর সহায়তায় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স' সোসাইটি (WBVBDS)-এর উদ্যোগে রাজ্যের ৮টি জেলায়- মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানে- ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য এইডস সচেতনতা র‍্যালি- পদযাত্রা- সেমিনার।

১লা ডিসেম্বর ২০২৫ - মুর্শিদাবাদ জেলা (সাগরদিঘী)/ ৩রা ডিসেম্বর ২০২৫ - হাওড়া জেলা (শ্যামপুর)

৪ ঠা ডিসেম্বর ২০২৫- হুগলী (খানাকুল ১) / ৮ ই ডিসেম্বর ২০২৫- দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ বারাসাত)

১০ই ডিসেম্বর ২০২৫ - বীরভূম জেলা (সিউড়ি)/১২ই ডিসেম্বর ২০২৫ - পূর্ব বর্ধমান জেলা (কালনা)

১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ - উঃ ২৪ পরগনা জেলা (ভাটপাড়া) / ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৫ - পশ্চিম বর্ধমান জেলা (দুর্গাপুর)

● **জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উদযাপন ঃ**

১লা অক্টোবর ২০২৫ উ জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উদযাপনজাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উপলক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স' সোসাইটি (WBVBDS)-এর পক্ষ থেকে একটি সুদৃশ্য ডিজিটাল শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়। এই শুভেচ্ছা বার্তার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উদ্দেশ্যে রক্তদানের মানবিক আহ্বান জানানো হয়- ''বন্ধু-স্বজন, প্রতিবেশী, আপন হোক বা নয় রক্তদানেই করবো মোরা মানবতার জয়।'' সকল রক্তদাতাদের জানাই হাজারো সেলাম। এগিয়ে আসুন, রক্তের প্রয়োজনে আমরা সবাই এক হয়ে পাশে থাকি।

মহা নবমী তিথিতে রক্তদান শিবির- ''রক্ত দিন, আশা দিন একসাথে আমরা জীবন বাঁচাই''- এই জাতীয় বার্তাকে সামনে রেখে এবং ''উৎসবের অর্ঘ্য হোক রক্তদান'' আহ্বানে হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর ব্যবসায়ী সমিতি-র উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ২ জন মহিলা সহ মোট ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল সেন্ট্রাল ব্লাড সেন্টার, মানিকতলা। এই মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী সকল রক্তদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও রক্তিম অভিনন্দন।

● **ডিজিটাল অঙ্গীকার কর্মসূচি ঃ**

জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর-এর উদ্যোগে রক্তদানের অঙ্গীকার বিষয়ক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়। আমরা এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বহু মানুষকে স্বেচ্ছা রক্তদানে তাঁদের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়েছি। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই একটি সুদৃশ্য ডিজিটাল সার্টিফিকেট পেয়েছেন যা ভবিষ্যতে রক্তদান আন্দোলনে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়।

● **উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকার কর্মসূচিঃ**

শারদ উৎসবের পরবর্তিতে উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলাজুড়ে প্রবল বন্যা ক্লিস্ট মানুষদের জন্য আমাদের ৩টি জেলার কর্মীরা রিলিফের কাজে নেমেছিল। টিম জলপাইগুড়ির সক্রিয়তা প্রশংসনীয় । কিছু রাজ্য কমিটি সদস্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন ।সকলকে অভিনন্দন ।

● **থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও কেরিয়ার টেস্ট শিবির ঃ**

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু বাহক নির্নয় সেন্টার গুলো ও সরকারি সহোযোগিতায় দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে, তার সত্ত্বেও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান,পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলায় ধারাবাহিকভাবে এই কাজ চলছে। বাকি জেলা গুলি তে বিক্ষিপ্ত ভাবে হচ্ছে। ভাইফোঁটা র দিন উলুবেড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল এর থ্যালাসেমিয়া ওয়ার্ডে রুগিদের ভাইফোঁটা ও রাখিবন্ধন সংগঠিত হয় বাগনান **রক্তকরবী** নামে সদস্য সংগঠনের দ্বারা।

● **রাজ্য রক্ত সঞ্চালন বিভাগের নিকট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্বরলিপি প্রদান ঃ**

জেলা সংগঠনগুলির সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসা বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলি নিয়ে ১৬/৯/২০২৫, ১৫/১০/২০২৫ ও ১৬/১২/২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্য ভবনের ব্লাড সেফটি দপ্তরের সঙ্গে একাধিক দফায় আলাপ,আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত আলোচনাগুলির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি ও দাবি সনদ প্রদান করা হয়।

● **রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি ঃ**

২৪/৮/২০২৫ মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠন, নির্দিষ্ট লোগো, ডিজিটাল পোস্টার ও পরবর্তীতে সকল ব্লাড সেন্টার কে কেন্দ্র করে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলায় দেওয়াল লেখা সংগঠিত হয়েছে। ব্লাড সেন্টারে ডিজিটাল পোস্টার লাগানো হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা , পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম , হাওড়া, হুগলি , পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায়।

গণমাধ্যমের আয়নায় সংগঠনের খণ্ডচিত্র.................

বসল সিধো-কানহুর মূর্তি, হল রক্তদানও

■ সিধো-কানহুর নতুন মূর্তি। লাভপুরের মেহেড়াপুরে। নিজস্ব চিত্র

বিজ্ঞান সম্মত রক্তদান নিয়ে শিক্ষা শিবির

এইডস প্রতিরোধের বার্তা দিল পদযাত্রা

প্রতিদিন

ফোরামের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: রবিবার জেলা সম্মেলন হল জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের। মেদিনীপুর কলেজের বিবেকানন্দ হলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ২১টি ব্লক এবং ৭টি পুরসভা থেকে প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জেলা সম্মেলনে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অরুণোদয় মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক কবি ঘোষ, সহ-সভাপতি অসীম ধর, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, বিধায়ক সুজয় হাজরা, ডাঃ অজয় শিট, ডাঃ গৌতম দে, ডাঃ ঈশিতা গাঁতাইত প্রমুখ।

চন্দননগরে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান নিয়ে কর্মশালা

বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে বাঁচাবো লক্ষ প্রাণ....

রক্তদানের শিবির বাড়াবে ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি

The Telegraph e-Paper

FRONT PAGE FOREIGN EAST NATION

Volunteers of the West Bengal Voluntary Blood Donors' Society march at Popara village near Sagardighi in Murshidabad district on Monday on World AIDS Day. To increase awareness of AIDS, similar rallies will be held in Howrah, Hooghly, North 24-Parganas, South 24-Parganas, Birbhum and East Burdwan till December 15, the leader of the West Bengal Voluntary Blood Donors' Society, Iftekar Alam, said

সংগঠনের দাবি

দুর্গাপুর: রাজভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন প্রণয়নের দাবিপত্র পেশ করা হয়। দেশ জুড়ে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠু, নিরাপদ ও বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালনার জন্য জাতীয় আইনগত কাঠামো তৈরির আহ্বান জানানো হয়। ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অরুণোদয় মণ্ডল, সম্পাদক কবি ঘোষ প্রমুখ। সংগঠনের দাবি, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন চালু হলে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রচার ও প্রসার ঘটবে। রক্ত মজুত,

আনন্দবাজার পত্রিকা, বৃহস্পতিবার ১৪ আগস্ট ২০২৫

■ আগুন বাঁকুড়া মুন্সিডাঙার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএমে আগুন, কারণ নিয়ে রহস্য

এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বার্তা দিয়ে শ্যামপুরের বেলপুকুরে পদযাত্রা

এই সময় কলকাতা শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর ২০২৫

AMRITA DHARA 4 August, 2025

রক্তদান নিয়ে আলোচনা ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির

জেলা পরিষদে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গ ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রাপ্ত সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটি যাতে অন্তত একটি করে রক্তদান শিবির আয়োজন করে, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ। উপস্থিত ছিলেন ফজলুল হক, উদয় রায়, হাফিজুর রেহমান, অর্পণ সামন্ত এবং পবিত্র কাটারি।

সকালের শিরোনাম

ডাব্লুবিভিবিডিএস'এর বর্ধিত রাজ্য সভা ও মুর্শিদাবাদ জেলা কর্মশালা

সকালের শিরোনাম নিজস্ব প্রতিনিধি

রক্ত সংগ্রহ বাড়াতে

দুর্গাপুর: রক্ত সংগ্রহ বাড়াতে দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পুজোগুলিকে বাধ্যতামূলক ভাবে রক্তদান শিবির করার প্রস্তাব দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি। রাজ্যের মুখ্য সচিবকে এ নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কবি ঘোষ। তাঁর লিখিত প্রস্তাব, দুর্গাপুজোর সময়ে জনসমাগম কাজে লাগিয়ে রক্তদানের বার্তা পৌঁছে দিতে পারলে রক্তদাতার সংখ্যা বাড়বে। তাই মণ্ডপে রক্তদানের সচেতনতা প্রচার বাধ্যতামূলক করা হোক। পাশাপাশি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলিকে বাধ্যতামূলক ভাবে রক্তদান শিবির আয়োজনের নির্দেশিকা জারি করা হোক। কবি বলেন, "আমরা চাই, দুর্গাপুজো শুধু আলো ও আনন্দের উৎসব না হয়ে রক্তদানের উৎসবও হয়ে উঠুক। এর ফলে রাজ্যের রক্ত সংকট অনেকটাই মিটবে বলে আমরা মনে করি।"

Anandabazar Patrika • Paschim Bardhaman • 4/8/25

মেদিনীপুর সময় — পূর্ব পশ্চিম আড্ডায়

মেঠো ভাষায় রক্ত-বিজ্ঞান বোঝালেই মুশকিল আসান

রক্তদানের সাত-সতেরো

নিরাপদ রক্তের জন্য চাই
জাতীয় রক্ত সঞ্চালন আইন
ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি
বিশেষ শিক্ষা শিবির
থানাপাড়া, মুর্শিদাবাদ, India
Lat 24.288926° Long 88.09287°
Monday, 01/12/2025 01:49 PM GMT +05:30
NOT ME, BUT YOU!
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE
HOOGHLY RURAL